" প্রমদাঃ পতিবত্মগা ইতি "

প্রণয়-পরিশোধ

নাটক

" উচ্চাদিবাতিনীচাৎ গৃহ্লাতি গুণং সদাগুণগ্রাহী।
ক্ষীরাম্বুধি-জলপাতুঃ সবিতুঃকূপে ন বৈমুখ্যং ॥"

আর্য্যাশতকম।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাতুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট ৩ নং।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন১২৮২ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাদুর

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়!

তনয়ের প্রথমোচ্চারিত বচন-নিচয়, অপরিস্ফুট হইলেও জনকের সমধিক আনন্দবর্দ্ধন করে, জানিয়া এই কাব্যখানি অকিঞ্চিৎকর হইলেও আপনাকে উৎসর্গ করিতে সাহসী হইলাম। আশা করি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এইখানিকে গ্রহণ করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিবেন ইতি।

বিজ্ঞাপন।

আমরা চোরবাগান বঙ্গ নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই নাটকখানি রচনা করিলাম, এক্ষণে ইহা সহৃদয়বর্গের সন্তোষ সমাধান্ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

শান্তশীল।	অমরপুরের রাজা।
মন্মথনাথ ও প্রমথনাথ।	শান্তশীলের পুত্রদ্বয়।
ধীসেন।	ঐ মন্ত্রী।
সুশেন।	মন্ত্রীর ভ্রাতা।
সেনাপতি।	শান্তশীলের সেনাপতি
কীর্ত্তিকাম।	ইন্দোর ভূপতি।
চূড়ামণি।	ঐ বিদূষক।
চেত সিং ও তেজ খাঁ।	ঐ সেনাদ্বয়।
মন্ত্রী।	ঐ মন্ত্রী।
	দূত দ্বারবান ও সেনাগণ
বিরজা।	শান্তশীলের মহিষী।
সুমতি।	ধীসেনের স্ত্রী।
অনঙ্গলতিকা।	ভূপাল রাজদুহিতা।
বিলাসিনী ও বিনোদিনী।	সখিদ্বয়।
পরিচারিকা।	

৫৩৩৮

প্রণয়-পরিশোধ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অমরপুরের রাজসভা।

(ধীসেন ও সেনাপতির সহিত শান্তশীল আসীন।)

শান্ত। হাঁ আমি স্বয়ং গিয়েছিলেম।

ধীসেন। কিরূপ কার্য্যপ্রণালী চল্‌চে দেখে এলেন ?

শান্ত। তা নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু স্থানের সঙ্কীর্ণতা বড়, অনেক দীন দুর্গত কাণ খঞ্জ কুব্জ বধির বিকলেন্দ্রিয় উপস্থিত, সকলের সমাবেশ হয়ে উঠ্‌ছে না। তন্নিমিত্ত আমি অনুমতি করে এলেম, সঙ্কুশী তীরস্থ পুষ্পোদ্যানে আর একটী পান্থনিবাস নির্ম্মিত হয়।

ধীসেন। তা হলে ও উদ্যানটীত নষ্ট হবে!

শান্ত। হলোইবা, বাহ্যসৌন্দর্য্য প্রদর্শনে প্রয়োজন কি ?

ধীসেন। কেবল বাহ্যসৌন্দর্য্যই কেন, ওটী অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান, মহারাজ কখন কখন গিয়ে অবস্থান কর্‌তেন।

শান্ত। তা যা হয় হবে, আমি আত্মসুখে ততদূর প্রবৃত্তি

রাখিনে, অসংখ্য লোকের উপকার হবে, এ অপেক্ষা আর সুখ কি আছে।

ধীসেন। মহতের বক্তব্যও এই কর্ত্তব্যও এই, পাদপচয় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে স্বয়ং তাপিত হয়েও আশ্রিত প্রাণিগণকে ছায়া প্রদান করে থাকে।

সেনাপতি। যিনি বড় হন তাঁর গুণও বড় চাই।

(দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বারবান। মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! ইন্দোরাধিপতির নিকট হতে দূত এসে দ্বারে দণ্ডায়মান, এক্ষণে যেরূপ আজ্ঞা হয়।

শান্ত। আস্‌তে বল!

দ্বার। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান।)

ধীসেন। মহারাজ জনৈক গুপ্তচর এসে এক দিন আমাকে বলেছিল, ইন্দোরাধিপতি নাকি নিজ রাজ্য বিস্তৃতির বাসনা করেছেন।

শান্ত। আমার রাজ্য পর্য্যন্ত আক্রমণ কর্‌বেন নাকি?

ধীসেন। কয়েকটী রাজ্য হস্তগত করেছেন শুনলেম, কিন্তু এতদূর বাসনা সম্ভবেনা।

সেনাপতি। না তা নয়, তাঁর সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা আমাদের সৈন্য সংখ্যা অত্যধিক, কেবল সৈন্যই কেন আমাদের যোদ্ধৃগণের যেরূপ শৌর্য্য বীর্য্য, যতদূর সাহস এবং যে সকল যুদ্ধ সামগ্রী আছে, ইন্দোরাধিপতি নয়নেও তা দেখেন নাই।

ধীসেন। তা বলা যায় না, যদি সংগ্রহ করে থাকেন, যা হউক দূত এলেই জানা যাবে।

(দ্বারপালের সহিত দূতের প্রবেশ)

দূত। (করযোড়ে) মহারাজের মঙ্গল হউক, মহারাজ! আমরা দৌত্যকার্য্য করে থাকি, আপনার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত যদি প্রভুনিদেশের বিপরীত বর্ণনা করি তাহলে প্রভুকে প্রতারণা করা হয়, আর স্বরূপত বর্ণন কর্‌লে কি জানি আপনার ক্রোধোদয়ের সম্ভাবনা, কিন্তু এটা বিবেচনা কর্‌তে হবে যে, রাজারা দূত-মুখ, যেমনটী বলে পাঠান তাই দূতের বক্তব্য, ফলে আমি যা নিবেদন করি এ তাঁরি বাক্য, এ বাক্যে আপনার রোষ বা সন্তোষ হোক তার তিরস্কার বা পুরস্কার আমাতে যেন না অর্শে, আমার এই নিবেদন।

শান্ত। দূত! তুমি বার্ত্তাবহ বৈত নয়, তিনি যা বলে পাঠয়েছেন অবিকল তাই বল্‌বে তাতে সঙ্কোচ কি।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! নিবেদন করি, মহারাজাধিরাজ প্রবল প্রতাপান্বিত ইন্দোরাধিপতি যথার্থ-নামা কীর্ত্তিপ্রিয় দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করেছেন, যিনি শরণাগত হচ্যেন, অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক রত্ন উপহারে চরণ বন্দনা কচ্যেন, দয়ালু ইন্দোরাধিপতি তাঁহার জীবন রক্ষা কচ্যেন। কলিঙ্গদেশেশ্বর রুক্মাঙ্গদ নৃপতি নিজ নগরাবরোধ সহ্য না করে সদলবলে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলেন, পরিশেষে পরাস্ত হয়ে তাঁর শরণাগত হন। তৈলঙ্গ, মগধ, দ্রাবিড় প্রভৃতির

রাজা কেহ শরণাগত হয়ে সন্ধি করেছেন, কেহ যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ, কেহ প্রাণত্যাগ করেছেন, মহারাজ কোথাও ব্যাহত হন নাই, অব্যাহত গতিতে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় পূর্ব্বদিকে আগমন কচ্চেন; আমাকে অগ্রে পাঠালেন, আপনি কোন্ পথ অবলম্বন কর্‌বেন, হয় অগ্রে গিয়া শরণাগত হউন, নতুবা শঙ্কুশী নদীর সলিল নরশোণিতে সন্ধ্যা-রাগ ধারণ কর্‌বে।

ধীসেন। (সিহরিয়া) উঃ কি স্পর্দ্ধা!

সেনাপতি। তাই তো আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি।

শান্ত। তোমরা স্থির হও। রাজদূত! তোমার যা বক্তব্য তা সকলি বলা হলো?

দূত। আজ্ঞে, শরণাগত হলে তিনি সন্ধিও কর্‌তে পারেন, এক্ষণে আপনার যা কর্ত্তব্য।

শান্ত। যা কর্ত্তব্য তা বিবেচনা করে কাল বল্‌বো! তুমি পরি-শ্রান্ত হয়ে এসেচ আজ বিশ্রাম করগে! দ্বারবান এঁকে বাসা দাওগে যেন কষ্ট না হয়।

দ্বার। যে আজ্ঞে মহারাজ (দূতের সহিত প্রস্থান)

শান্ত। মন্ত্রী কি বল, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

ধীসেন। মহারাজ আপনার বুদ্ধি দণ্ডনীতি শাস্ত্রে নিতান্ত নিপুণ, যা কর্‌বেন দূতবাক্য শ্রবণমাত্র তা স্থির করেছেন, তবে অনুগ্রহ করে আমাদিগের প্রতি জিজ্ঞাসা; তা যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন এ অধীনের যথামতি প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত। ক্ষুদ্র শত্রুর সঙ্গে

সন্ধি কি, যদিও কেশরি-গহ্বরে শৃগাল-সমাগমের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গুপ্তচরের বাক্য শুনেই আমি দুর্গ-সংস্কার, যুদ্ধোপকরণ-সংগ্রহ, সৈন্য-শোধন সকলি করে রেখেছি, অনুমতি করুন সসৈন্যে অগ্রসর হওয়া যাউক্। সেনাপতি মহাশয় কি বল।

সেনাপতি। তা বৈ কি, ক্ষুদ্র শত্রু সম্মুখাগত এখন যুদ্ধের আয়োজনব্যতিরেকে আর কি কর্ত্তব্য আছে ? আমার প্রতি মহারাজ আজ্ঞা করুন্ আমি সৈন্য সামন্ত সঙ্গে অগ্রগামী হয়ে ইন্দোরাধিপতির গর্ব্ব খর্ব্ব করে আসি, তিনি অমরপুর অবরোধ কর্‌তে ইচ্ছা করেছেন, এক পক্ষ মধ্যে আমি অনায়াসে তাঁর ইন্দোর অধিকার করে আসবো।

আজ্ঞা দিন্ মহারাজ আজ্ঞাধীন জনে,
অস্মদীয় যোধ দলে সাজাই সত্বরে,
জানেনা কি মূঢ়মতি পাসণ্ড বর্ব্বর,
কত যে বিক্রমশালী শান্ত দান্ত মতি
শান্তশীল নরপতি ; তাই রাজ্য লোভে
আসিতেছে হেথা মূঢ় মরণের আশে।
চণ্ডালের অভিলাষ রাজেন্দ্র মুকুটে !
মূষিক পশিতে চাহে ভুজঙ্গ-বিবরে !
একি অসম্ভব কথা, কে শুনেছে কবে,
তাড়ায়ে তরক্ষু ক্ষুদ্র কলিঙ্গ শৃগালে,
আসিয়াছে হানা দিতে হর্য্যক্ষ গহ্বরে।

পিপিড়ার উঠে পাখা মরণের তরে।
অনুজ্ঞা অনল কণা করুন প্রক্ষেপ
তবাধীন সৈন্য দলে বারুদের প্রায়
বিচিত্র অনল ক্রীড়া রিপুসৈন্যদলে
এখনি দেখাবে তারা রণ মহোৎসবে,
এখনি সাজিবে দেব তব আজ্ঞা পেলে
ভব-বিজয়িনী সেনা, পদাতিক ব্রজ
রথ রথী হয় গজ চতুরঙ্গ দলে।
যেমতি সাজিল পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্ররণে
কৌরব সৌরভ যশঃ করিতে হরণ
ধীর ধর্ম্মরাজাদেশে পাণ্ডবীয় চমূ।
সাগর দুর্ব্বার বারি রোধে রোধঃ যথা
তেমতি রয়েছে বদ্ধ সেনা সিন্ধু তব,
অনুজ্ঞা জাঙ্গাল দ্বার ভাঙ্গুন সত্বরে
প্লাবিবে বিপক্ষ পক্ষ লঙ্ঘিয়ে বিক্রমে,
করুন আদেশ প্রভো বিলম্ব না সহে।

শান্ত। যুদ্ধের অভিপ্রায় তোমাদের সকলেরই দেখ্‌চি, কিন্তু আমি সন্ধি কর্‌তে চাই। অভিমান পরতন্ত্র হয়ে অকারণ কতকগুলি প্রাণি হানি করা বিহিত নয়, তবে আমি এখানে থাকলে সেটী অপমানের বিষয় হবে, আমি তীর্থপর্য্যটন ছলে অরণ্যে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বরারাধনায় অতিবাহিত করি, ইন্দোরাধিপতি এলে তুমি বিনীতভাবে সন্ধিপ্রার্থনা করো।

ধীসেন। সে কি মহারাজ! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে

যাবেন! রাজলক্ষ্মীর আশ্রয় কি, অনাথ দীন প্রজাগণের উপায় কি, এই বৃহৎ সংসারের অবলম্বন কি?

শান্ত। মন্ত্রিবর! সকলি তুমি, তোমার বুদ্ধিতে বৃহস্পতিও পরাজিত হন। এখন ত আমি কিছুই করিনে, সকলই তো তুমি কচ্যো।

ধীসেন। মহারাজ সকলি কচ্যি আমি সত্য, সূর্য্যদেব পশ্চাতে আছেন বলেই অরুণ তিমির সংহারে সমর্থ হয়।

শান্ত। (সেনাপতির প্রতি) কেন তোমরা সকলেই তো থাকলে।

সেনাপতি। মহারাজ! 'এক চন্দ্রস্তমোহন্তি নচতারা গণৈরপি'।

শান্ত। না অমন কথা নয় চন্দ্র না থাক্‌লে বরং নক্ষত্রের প্রভা আরো প্রকাশ পায়।

(নেপথ্যে) সঙ্গীত।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল কাওয়ালী।

কিসে সুখে রহিবে অবনী, ভূপতিবর হয়ে কাতর হরেন্ কাল অমনি।
ত্যজিয়ে আত্মসুখ পরহিত কারণ, সাধেন এমন দিবা রজনী,
প্রজারাধনে ধর্ম্ম কর্ম্মমানি।
যেমন পাদপকুলে, সহি তপনে পথিক জনে ছায়া প্রদানে
অতি যতনে করে শ্রমহানি।
তাপিত ধরাতল দিনকর কিরণে, তবু এখন প্রজা কারণে
বসি আসনে পালেন ধরণী॥

শান্ত। ওই পরামর্শ; আমি কল্য বন গমন করবো বেলা হয়েচে এক্ষণে সভা ভঙ্গ হোক।

(গাত্রোত্থান ও প্রস্থান)

সেনাপতি। (সবিস্ময়ে) একি মহারাজের এমন বুদ্ধি উপস্থিত হলো কেন! ইন্দোরেশ্বরের সঙ্গে সন্ধি! এ যে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য।

ধীসেন। তা আপনি কি করবেন? মহারাজের যা অভিপ্রায় হয়েচে তাতে আপত্তি কে করতে পারে?

সেনাপতি। রাজার এমন ঔদাসীন্যের কারণ কি?

ধীসেন। সন্তান সন্ততি হলো না তাই একটা কেমন হয়েচে।

সেনাপতি। সন্তানের কি সময় গেল না কি হে, তুমিও তো দেখি বিলক্ষণ।

ধীসেন। যা হউক, রাজমহিষীকে এ বিষয় জানাতে হলো, তোমরা যাও, আমি অন্তঃপুর হয়ে যাচ্যি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

[শান্তশীল বিশ্রাম গৃহে শয়ান, বিরজার প্রবেশ]

শান্ত। এস প্রিয়ে এস! (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হস্ত ধরিয়া উপবেশন করাইলেন) একি প্রিয়ে! বদন মলিন কেন?

বিরজা। মহারাজ! আদর্শ মলিন না হলে প্রতিবিম্ব কি মলিন হয়! আপনার মুখ মলিন কেন, অগ্রে তাই বলুন দেখি।

শান্ত। হাঁ ঠিক অনুভব করেছ, আমি কিছু অন্যমনা হয়েছি

সত্য, ইন্দোরের রাজা আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আস্‌চেন এই চিন্তারোগই তার কারণ।

বিরজা। যেমন রোগ ঔষধও তো তেমনি প্রস্তুত আছে। আমি প্রধান মন্ত্রির কাছে শুনলেম, সে রাজার যত সৈন্য সামন্ত, আমাদের তারচেয়ে চতুর্গুণ অধিক; আপনি অনুমতি করলে, সৈন্যগণ গিয়ে তাঁর রাজ্য পর্য্যন্তও হস্তগত করে আন্‌তে পারে।

শান্ত। পারে সত্য, কিন্তু আমার দয়াবৃত্তির উদয় হয়েছে, অকারণে পৃথিবীকে নরশোণিতে অভিষিক্ত করতে আমি আর ইচ্ছা করি না। সন্তান সন্ততি হলো না, অসার সংসার ঐহিক সুখ সম্ভোগ স্বপ্নোপম, খ্যাতি প্রতি-পত্তির আশা দুরাশামাত্র, এই মাংসপিণ্ড দেহ অনিত্য, এই দগ্ধদেহের সুখ প্রত্যাশায় অসংখ্য প্রাণিহানি, যদিও নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, নিতান্তই ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তা আমি আর করবো না; মন্ত্রির প্রতি আদেশ থাক্‌লো ইন্দোরাধিপতি স্বদলবলে এলে, যাতে সন্ধি হয় তাই কর্‌বে। আমি এ স্থানে বিদ্যমান থাক্‌লে, অপমান আছে, তাই শেষ জীবনে অরণ্যভ্রমণ মানস করেচি; প্রিয়ে! আমার দিব্য, আমার গমনে তুমি বাধা দিওনা।

বিরজা। নাথ আপনি যা বিবেচনা করেন তার উপরে কথা কহা আমার উচিত নয়, তবে কি না একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি কখন কি ছায়া কায়া পরিত্যাগ করে?

শান্ত। প্রিয়ে! অন্ধকার উপস্থিত হলে ছায়াও কায়া পরিত্যাগ করে থাকে; আমি তোমাকে লয়ে যেতেম কিন্তু অরণ্যপর্য্যটনে স্ত্রী সঙ্গে রাখা অতীব অকর্ত্তব্য, নল রাজা, রাজা রামচন্দ্র, স্ত্রী সহ অরণ্যে গমন করে, অনেক বিপদে পড়েছিলেন।

বিরজা। নাথ! কিন্তু তাও বিবেচনা করবেন, যেমন তাঁরা বিপদে পড়েছিলেন, পরে ঐ পতিব্রতাদিগের দ্বারা, সে সব বিপদ হতেও মুক্ত হয়েছিলেন। কেমন বলুন সত্য কি মিথ্যা?

শান্ত। হাঁ সে কথা সত্য, কিন্তু আমি তোমাকে অনুরোধ করচি, তুমি রাজধানীতে থাকো। মন্ত্রি ইন্দোরাধিপতির সহিত সন্ধি করবেন, কোন ভয় নাই। তুমি রাজনন্দিনী রাজগৃহিনী অরণ্যবাসক্লেশ সইতে পারবে না।

বিরজা। কি বল্লেন! আপনি রাজরাজেশ্বর আপনি সে ক্লেশ সহ্য করতে পারবেন, আমি আপনার দাসী, আমি পারব না, এত প্রতারণা কেন?

শান্ত। প্রিয়ে! বনে কটু তিক্ত ফল ভক্ষণ করতে হবে?

বিরজা। আপনার তো উচ্ছিষ্ট, সে যে আমার অমৃত তুল্য।

শান্ত। বৃক্ষ তলে শয়ন করতে হবে?

বিরজা। আপনার পার্শ্ব, সেতো আমার কল্পবৃক্ষের ক্রোড়। (সরোদনে) নাথ! আপনি অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করবেন, আমি রাজ্যসুখ-ভোগে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করবো, আমি কি এমনি ভোগবিলাসিনী? তা সে

যাহউক, যদি সহচারিণী না করেন, আমি দেহ পরি-
ত্যাগ করবো, আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। (রোদন)

শান্ত। প্রিয়ে ! রোদন করো না, তাই হবে, তুমি পতিব্রতা
তোমাকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়, এখন চল উদ্যোগ
করা যাগ্‌গে, কালই প্রত্যুষে যাওয়া স্থির হয়েচে।

বিরজা। (নয়ন জল মুছিয়া) এই এখন বুজলেম, আমার প্রতি
আপনার প্রণয় আছে, সুখের অংশই দিচ্যেন, দুঃখের
অংশ না দিলে কি প্রণয় প্রকাশ হয় ? চলুন যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অমরপুরের প্রান্তরস্থিত ইন্দোরাধিপতির
শিবির।

(চূড়ামণির প্রবেশ)

চূড়া। (স্বগত) আঃ রাম বল, বাঁচা গেল। বড় মনে আশঙ্কা
ছিল, অমরপুরে ঘোরতর যুদ্ধ হবে, কিছুই হলো
না। ও দেখলে আমার ভয় করে, কাটাকাটী মারা-
মারী, তার নিমিত্তে আমি আস্‌তে চাইনে, তা রাজা
তো ছাড়বেন না। কেনই বা মরি ; এঁর সঙ্গে টো
টো করে প্রাণটা বেরয়ে গেল। এঁর কি, রাজ্যলাভ
করচ্যেন, কত রাজ্য হস্তগত করলেন। যাই হউক,
রাজার কি শুভাদৃষ্ট ! কি শুভক্ষণেই যাত্রা করেছেন,

তাই এত রাজ্যলাভ হচ্যে, এত রাজ্য নিয়ে কি কর্বেন! দুখান একখান আমাদেরই কেন দিন না! চিরকালটা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্যি, যা বলচেন, তাই করচ্যি, আমাদের কি সুখেচ্ছা নাই।—হুঁঃ তা আবার দেবেন, নিরেলব্বইয়ের ধাক্কা! যত হচ্যে ততই পিপাসা বৃদ্ধি। কেবল আপনার উদরই পুরোবেন, ভাল, দিন নাই কেন, ব্রাহ্মণটা চিরকাল অনুগত আছে, কিছুদিন সুখ করুক; তা দিবেন না, তেমন অদৃষ্ট আমাদের নয়। রাজহংস সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে বয়ে বেড়ায়, কিন্তু সে শামুক গুগ্‌লি খেয়ে মরে, গরুড় লক্ষ্মীপতি নারায়ণের বাহন, তার অদৃষ্টে সর্প ভক্ষণ; বৃষ, কুবের যাঁর ভাণ্ডারী সেই মহাদেবকে বয়, কিন্তু সে কেবল ঘাস খেয়ে মরে, এদের অদৃষ্টে কখন ছানাবড়াটীও যোটে না। ও সকল কর্ম্মান্তিকেরই ফল। (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ যে রাজা এ দিগে আস্‌চেন, ভাল আজ একবার বলে দেখ্‌বো এ রাজ্যটা আমাকে দেন্, কি বলেন শুনতে হবে।

(কীর্ত্তিকাম রাজার প্রবেশ)

কীর্ত্তি। কি বয়স্য! বলি ওখানে একা দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে কি ভাব্‌চো।

চূড়া। আপনার ভাবই ভাব্‌চি। বলি আপনার এই যে, এত রাজ্য লাভ হচ্যে, আরো হবে, তা সব কি আপনি স্বহস্তে রাখবেন?

কীর্ত্তি। কেন এ কথা যে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌লে ?

চূড়া। কর্‌লেম—কর্‌তে কি নাই ?

কীর্ত্তি। কিছু অভিপ্রায় আছে বোধ হচ্যে ?

চূড়া। তা কি আপনার রাজবুদ্ধিতে উদয় হয় নাই ?

কীর্ত্তি। তা এই শান্তশীলের রাজ্যটি যদি তোমার হস্তে দি,—

চূড়া। (হাস্যবদনে) হাঁ—সেই অভিপ্রায়েই আমার বলা; তা সত্যি দিন না মহারাজ, এই শেষাবস্থায় দিন কতকাল আমোদ করা যাউক।

কীর্ত্তি। তুমি রাজ্য নিয়ে কি করবে ?

চূড়া। কেন, রাজা হয়ে গোল বালিসে ঠেস দিয়ে, অমনি তানা নানা গান ধর্‌বো।

কীর্ত্তি। না তামাসা নয়, তোমাকে যদি রাজ্যটি দিই, তুমি কি কর ?

চূড়া। কি করি শুন্‌বেন ? অধিকারে যত ঘর দোর আছে সব তুলে দিয়ে কেবল ময়রার দোকান বসাই, খাজাতেই খাজানা আদায় করি, পুরিতেই উদর পুরি, মণ্ডাতেই মনটা ঠাণ্ডা করি।

কীর্ত্তি। (সহাস্য বদনে) হাঁ তুমি তা পারো।

চূড়া। কেন পারবোনা মহারাজ ? সে সকল ভাণ্ডার কোন কাজের নয়, (উদরে হস্তার্পণ) এই ভাণ্ডারই যথার্থ রাজ ভাণ্ডার, এ পরিপূর্ণ থাক্‌লে কোন ভাবনাই থাকে না।

কীর্ত্তি। দূর পাগল।

চূড়া। এ আবার পাগলের কথাটা কি হলো ? দেবেন না তা

আমি বুঝেচি, দেবেন কেন? বিধাতার তো সেই-টীই বিড়ম্বনা, যারা ভোগ করবে তাদের অদৃষ্টে ঐশ্বর্য্য নাই, আর যারা সন্দেশের আগা একটু ভেঙ্গে খেতে ইচ্ছা করে না, যত ঐশ্বর্য্য যত সম্পত্তি তাদেরই ঘটে।

কীর্ত্তি। ভাই! রাজ্য করা সহজ কার্য্য নয়, তুমি বোধ করো এতে কেবলি সুখ,—হুঁঃ শরীর গ্রীষ্মতপ্ত হলে তালবৃন্ত সঞ্চালনে সুখোদয় হয় সত্য, কিন্তু তাতে কতদূর কষ্ট, স্বহস্তে সেই তালবৃন্ত সঞ্চালন কতক্ষণ করতে পারা যায়?

চূড়া। আমি অত শত বুঝিনে, রাজা হয়ে মজা করে বসে থাক্‌বো; তা ওসকল কি?

কীর্ত্তি। রাজা হবে, রাজনীতি শিক্ষা আছে?

চূড়া। অ্যাঁ—

কীর্ত্তি। বলি নীতি জান?

চূড়া। আজ্ঞে, নিতিই তো চেষ্টা কচ্যি।

কীর্ত্তি। তা নয়, বলি রাজা হয়ে মজা করে বসে থাক্‌বে, আর যখন শত্রু এসে রাজ্যে উপস্থিত হবে, তখন কি করবে?

চূড়া। কেন, আমাদের যে অস্ত্র আছে তাই আশ্রয় করবো।

কীর্ত্তি। কি অস্ত্র?

চূড়া। কেন পলায়ন! শান্তশীল যা করেছে। মিন্‌সে মাগ্‌ ঘাড়ে করে পালালো! (হাস্য)

কীর্ত্তি। তাইতো।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজের জয় হউক ;—মহারাজ ! রাজা শান্ত-
শীলের প্রধান মন্ত্রি এসেচেন।

কীর্ত্তি। কেন ?

প্রতিহারী। তা বলতে পারিনে, রাজসাক্ষাৎকার প্রার্থনা
কচ্যেন।

কীর্ত্তি। ভাল এইখানেই আস্‌তে বল।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান)

কীর্ত্তি। ভাল বয়স্য ! তুমি যে রাজা হতে চাচ্যো, দেখি
তোমার বুদ্ধিটে কতদূর। শান্তশীলের মন্ত্রি আস্‌চে
কি অভিপ্রায়ে বল দেখি ?

চূড়া। নিমন্ত্রণ কত্যে আস্‌চ্যে। ফলার, ছুপিট ঘিয়ে ভাজা
লুচি।

কীর্ত্তি। বিলক্ষণ ঠাউরেছ, কি করে জানলে ?

চূড়া। আজ প্রাতঃকাল অবধি ডান চক্ষু নাচ্চে, আজ ফলার
জুট্‌বেই তার আর সন্দেহ নাই। (হাস্য)

কীর্ত্তি। চুপ কর, মন্ত্রি আসচে।

(মন্ত্রির প্রবেশ)

চূড়া। কিগো মন্ত্রি মহাশয় ! কি মনে করে ?

মন্ত্রি। (অঞ্জলিপুটে) মহারাজের মঙ্গল হউক ; মহারাজ !
নিবেদন করি, আপনি ইতিপূর্ব্বে দূত দ্বারা সম্বাদ
পাঠিয়েছিলেন, সেই সম্বাদ পেয়ে আমাদের ধর্ম্ম-
ভীরু মহারাজ যুদ্ধবিগ্রহ করলে প্রাণি হত্যা হবে

এই ভেবে, আমার প্রতি সন্ধি করবার ভার সমর্পণ করে, অরণ্যভ্রমণে যাত্রা করেছেন, অতএব আপনি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করে সন্ধি করেন এই আমার প্রার্থনা।

কীর্ত্তি। (সগর্ব্বে) সন্ধি আবার কি ? কার সঙ্গে সন্ধি করবো ? তোমাদের রাজা পলায়ন করেছেন, এত অস্বামিক রাজ্য, " বীরভোগ্যা বসুন্ধরা " এত আমারি হস্তগত হয়েছে ; সন্ধি কি, যাও আমি কোন কথা শুনতে চাইনে (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্‌রে——থাক— আমিই যাচ্যি, রাজপুরি লুট করতে হবে। মন্ত্রি ! তোমার ইচ্ছা হয় আমার ভৃত্য হও, নতুবা তোমার প্রভুর পথেই গমন করো।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা। (স্বগত) আমা হতে আর কি হবে ? (প্রকাশ্যে) আমি চল্‌লেম মহারাজ।

(প্রস্থান।)

কীর্ত্তি। চল বয়স্য, রাজধানী লুট করা যাগ্‌গে।

চড়া। আশুন মহারাজ আমারও তাই ইচ্ছে। মহারাজ !
ঐ ময়রা-পাড়াটা আমাকে লুট কত্যে পাঠান।
রসে ভরা ছানাবড়া, মনোহরা, রসকরা,
খাজা, গজা, সরভাজা, মজার মতিচূর।
চন্দ্রপুলি, লুচি, পুরি, গোল্লা, নিম্‌কি, কচুরি,
বরফি, বাদামতক্তি, লুটিব প্রচূর॥
এবার লুটিব প্রচূর, আর খাইব প্রচূর।

(ঊর্দ্ধহস্তে নাচিতে নাচিতে রাজার সহিত প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(মহারণ্য মধ্যে হীনবেশে শান্তশীল ও বিরজার প্রবেশ)

শান্ত। প্রিয়ে! আমি যখন লোকালয় উত্তীর্ণ হয়ে অরণ্য সীমায় উপস্থিত হই, সেই সময়েই তুমি কাতর-স্বরে বলেছিলে নাথ! "আর চল্‌তে পারিনে বন কতদূর" সেই কথাতেই আমি রোদনের সংকল্প করেছি। কি আহার আহরণ, কি শয়ন সময়, সর্ব্ব-ক্ষণেই অজস্র অশ্রুজল আমার নয়নে এসে থাকে, কিন্তু পাছে তুমি দেখে দুঃখ পাও এই ভয়ে চক্ষের জল চক্ষেই বিলীন করি।

বিরজা। নাথ! আপনি রাজরাজাধীশ্বর এতদূর ক্লেশ আপ-নার অদৃষ্টে ছিল!

শান্ত। প্রিয়ে! আমার ক্লেশ কি, আমার দুঃখ নাই। তুমি রাজনন্দিনী রাজগৃহিণী অসূর্য্যম্পশ্যা; তুমি অনা-থার ন্যায় এই বন মধ্যে কটু তিক্ত কষায় ফল ভক্ষণ কচ্যো পল্লব শয্যায় শয়ন কচ্যো এ সকল দেখাই আমার ক্লেশ। আমি সেই সময়েই বলেছিলেম, প্রিয়ে! বনে যেয়োনা, তুমি মনে কর্‌লে বন বুঝি কৃত্রিম বিনোদোদ্যোন, এই মনে করেই এলে।

বিরজা। আমারতো এমন বিশেষ ক্লেশ কিছুই হয় নাই। কটুতিক্ত ফল ভক্ষণ কচ্যি আমার তো তা বোধ হয় না, নাথ! আপনার ভোজনাবশিষ্টে এক আশ্চর্য্য

আস্বাদ পেয়ে থাকি! রাজধানীতে স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক আছে, এখানে পল্লব শয্যা, তা হলোই বা, এ দাসীকে চির-দিনই আপনি বক্ষঃস্থলে স্থান দান কোরে থাকেন, সুতরাং পল্লব শয্যায় আমার ক্লেশ কি? তবে এই অসহ্য ক্লেশ, আপনার চরণজুগল স্বর্ণপীঠশায়ী ছিল, এখন কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হচ্চে, বন্দীগণে আপনাকে জাগাতো, এখন শৃগালরবে জাগরিত হচ্চেন, এও আমাকে চক্ষে দেখ্‌তে হলো।

শান্ত। প্রিয়ে! তুমি পতিব্রতা, আমার ক্লেশে তোমার ক্লেশ হবেইত, তা চল ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করি।

বিরজা। ঐ দূরে ওটা কি দেখা যাচ্চে—ওই দেখুন (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

শান্ত। (দেখিয়া) ঐত পর্ব্বত, ওরি কথা বল্‌চি।

বিরজা। (সবিস্ময়ে) ওকেই পর্ব্বত বলে, উঃ কি উচ্চ!

শান্ত। বন্ধ্যাব্যক্তির পুত্র লাভের অভিলাষ যেমন উচ্চ এও সেইরূপ।

বিরজা। নাথ! একটা কথা স্মরণ হোলো, আপনাকে সে কথা বলি নাই, মাস তিন চার হলো সেই একদিন ঐ দক্ষিণারণ্যে ভ্রমণ কত্যে গিয়ে একখানি ভগ্ন পর্ণ-কুটীরে বাস করা যায়। আমি আপনার বক্ষঃস্থলে শুয়ে নিদ্রিত আছি, রাত্রি শেষে স্বপ্নে দেখ্‌লেম, আপনি একটী পদ্ম পুষ্প আমার হাতে দিলেন।

শান্ত। সে স্বপ্ন তো সুস্বপ্ন, ওরূপ স্বপ্ন দেখ্‌লে সন্তান লাভ হয়।

বিরজা। আমারও ঐরূপ শোনা আছে, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে ততদূর ঘটবার সম্ভাবনা নাই বোলে, আমি এতদিন বলি নাই।

শান্ত। এতদিন বলো নাই, এখন যে বল্‌চো (রাজ্ঞীকে লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়া) তা লজ্জা কি, বল বল, (অঙ্গুলীদ্বয়ে চিবুক উত্তোলন পূর্ব্বক) এত লজ্জা আমার কাছে! (নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে আর বলতে হবে না, মঙ্গলচিহ্ন সকল লক্ষিত হচ্চে। আমি এতদিন ঠাউরে দেখি নাই। আহা! আজ কি আনন্দের দিন, আমি পুত্রমুখ দর্শনে পিতৃঋণ হতে মুক্ত হতে পারবো, এ আনন্দ শরীরে ধচ্চে না; তা— আনন্দেরও বটে, বিষাদেরও বটে, আজ যদি রাজধানীতে থাকৃতেম কত আমোদ প্রমোদ কত মহা মহোৎসব কর্‌তেম কত দেবদ্বিজে দান করতেম, হত ভাগ্যের ভাগ্যে ততদূর ঘট্‌বে কেন? (সজল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস)

বিরজা। নাথ! ও আবার কি, রোদন কেন, চলুন্ না আমরা রাজধানীতে যাই, আজও কি ইন্দোরাধিপতির সঙ্গে সন্ধি করা হয় নাই।

শান্ত। কি কোরে জানবো প্রিয়ে, কিন্তু আমার আর এ মনোহর স্থান পরিত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা নাই।

বিরজা। কিরূপে সংবাদ পাওয়া যাবে।

শান্ত। দেখ, জগদীশ্বর কি করেন।

বিরজা। তবে এখন চলুন্ পর্ব্বতে আরোহণ করা যাক্।

শান্ত। যখন গর্ভচিহ্ন লক্ষিত হচ্চে তখন পর্ব্বতে আরোহণ করা আর উচিত বোধ করিনে, ও অতি উন্নত প্রদেশ, জানি কি পাদস্খলন হলেও হতে পারে।

বিরজা। নাথ! বুঝে না চল্‌তে জান্‌লে সর্ব্বত্রই পাদস্খলন হতে পারে।

শান্ত। প্রিয়ে! ভাল বলেচ, তুমি বিলক্ষণ বুদ্ধিমতি। তা এস ওই পর্ব্বতের নিকট গিয়া তোমাকে পর্ব্বতের শোভা সন্দর্শন করাই।

বিরজা। ক্ষতি কি চলুন্ যাই। (উভয়ের কিঞ্চিৎ গমন) যত নিকটে যাওয়া যাচ্চে পর্ব্বত ততই উচ্চ বোধ হচ্চে। আহা! এ স্থানটী কি মনোহর, নানাবিধ পুষ্প প্রষ্ফুটিত হয়ে সুগন্ধে আমোদিত করেচে।

শান্ত। দেখ প্রিয়ে! পার্ব্বতীয় দেশ কি রম্য, কত শত বৃক্ষ, লতা, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, নদ, নদী ওই পর্ব্বতকে আশ্রয় করে রয়েচে, আর যে সকল বৃক্ষ ফল ভরে নত তাদের শোভা দেখ!

বিরজা। যে পর্য্যন্ত রাজধানীর কোন সংবাদ না পাওয়া যায় এই স্থানে আমরা ততদিন থাকি।

শান্ত। হানি কি, ওই না এক খানি কুটীরের ন্যায় দেখা যাচ্চে! নিকটে যাই চল দেখি, (আগমন) এটা যে একটী স্বভাবজাত কুটীর, কৈ এখানে যে কেউ নাই।

বিরজা। তবে বোধ হয় জগদীশ্বরই অনুগ্রহ করে, আমাদিগকে এ খানি দিলেন, এটী দিব্ব স্থান, নাথ!

এখানেই থাকবো আর মধ্যে মধ্যে বন-শোভা দেখে বেড়াবো।

শান্ত। ভাল তোমার যা অভিলাষ হয়।

(কুটীর মধ্যে উভয়ের প্রবেশ)

(বিকৃতবেশে ধীসেনের প্রবেশ)

ধীসেন। (স্বগত) আহা! কি মনোহর প্রদেশ, এমন স্থান তো নয়নে দেখি নাই। আঃ এই কি স্বর্গ ভূমি, কি নন্দন কাননই এর নাম, কিম্বা কুবেরের চৈত্র রথই বুঝি এই, এমন মনোরম স্থান রাজহর্ম্মও তো নয়, ফল-পুষ্পভরে নত হয়ে বৃক্ষ গুলি যেন অতিথিকে আহ্বান কচ্চে। আহা! এ দিকে হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ হরিণ শাবকগুলি ক্রীড়া কচ্যে! এক এক বার মাতৃস্তন পান কচ্চে, করতে করতে লম্ফদিয়ে অন্যত্র যাচ্চে, পুনর্ব্বার এসে মাতৃ সন্নিধানে দাঁড়াচ্চে। এরা জন্মান্তরে কি পুণ্যই করে ছিল, অযত্নলভ্য ফল মূল ভক্ষণ কচ্চে, নবীন কোমল তৃণ-শয্যায় সুখে নিদ্রা যাচ্চে, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, দুর্ম্মুখ মনুষ্যদিগের মুখাবলোকনও কচ্চে না। এ সকল তো সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম নয়। আহা! এখানে একটু বোসে সুদৃশ্য বিশ্ববিলোকন করি। (বসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ)

(কুটীর হইতে শান্তশীল ও বিরজার বহির্ভাব)

শান্ত। প্রিয়ে! শুনচো তো তুমি লোকালয়ে যেতে চাও,

কথা দ্বারা বোধ হচ্চে, ও ব্যক্তি লোকালয়ে বিরক্ত হয়ে বন প্রবেশ করেছে।

বিরজা। নাথ! আমি লোকালয়ে যেতে চাইনে, কেবল প্রসব কালটী নাকি ভয়ানক এইজন্যই একবার যেতে চাই।

শান্ত। কেন এখানেই প্রসব হবে, ভয় কি। সেই আদিম নারী কি প্রসব করেন নাই? বিশেষতঃ ইতর জন্তুরা প্রসবকালে কার সাহায্য পেয়ে থাকে! যিনি গর্ভের সঞ্চার করে দেছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান পর-মেশ্বরই প্রসবকালে সাহায্য করবেন, তার আশঙ্কা নাই। এই বৃক্ষ ব্যবধানে থেক, আমি গিয়ে জানি ও ব্যক্তি কে, কোথাকার লোক, আর কিজন্যে বা অরণ্যে এসেছে।

বিরজা। ক্ষতি কি? (রাজার কিঞ্চিৎ গমন)

ধীসেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পূর্ব্বক)

রে অধম নর কুল! কি নৃশংস তোরা
নাহি মান ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন,
স্বকার্য্য সাধন কালে মিশি শত্রু সহ
সোদর-প্রতিম মিত্রে দাও জলাঞ্জলি।
আছে কি নিদয় হেন এ তিন ভুবনে
তোমাদের প্রায় যারা করে বিনিময়
আজন্ম শত্রুর সহ পরম সুহৃদে।
ভীষণ কেশরি আর বিষম শার্দ্দূল
(কালান্তক যম সম ডরে নরে যারে)
তোমাদের ন্যায় তারা নহে ভয়ঙ্কর।

সত্য বটে, ক্রুর অতি আশীবিষকুল,
কিন্তু তারা বশ হয় মন্ত্রৌষধিবলে,
হেন মন্ত্রৌষধি কি বা আছে এ জগতে
যাহে বশীভূত হয় মানব নিকর ?
সর্ব্বংসহা ভূতধাত্রি হা মাত পৃথিবি !
কত কাল আর তুমি হেন পাপীকুলে
বহিবে বক্ষেতে তব, যথেষ্ট হয়েচে—
নাহি প্রয়োজন আর ক্ষান্ত হও এবে
শান্তি লাভ কর গিয়া রসাতল-ধামে।
হা দেব পরম পিত ! এই অভিপ্রায়ে
সৃজিয়াছ তুমি কি গো হেন নরকুলে ?
বরঞ্চ ইতর জীব মহিমা তোমার
করিছে প্রকাশ সদা অবণীমণ্ডলে।
উপকার লেশমাত্র নাহিক সৃজনে
এ জঘন্য নরজাতি, অনিষ্ট কেবল।
হে বসুধাভূষারূপী মহীরূহ ব্রজ !
বন সুশোভিনি লতে ! উপল নিচয় !
কানন বিহারি যত মৃগ কদম্বক !
তোমা সবে বন্ধুভাবে সম্বোধন করি !
পরিবার সহ আসি এই দীনহীন
লইল আশ্রয় আজি তোমা সবাকারে ॥

শান্ত। (স্বগত) এ ব্যক্তি কে, বিশেষ জান্‌তে হলো (নিকটে আসিয়া) উদাসীন ব্রহ্মচারির ন্যায় দেখ্‌চি (প্রকাশে) আপনি কে, বিরাগের কারণ বা কি, যদি প্রতিবন্ধক

না থাকে পরিচয় দিন, আর আমার কুটীরে এসে আতিথ্য গ্রহণ করুন।

ধীসেন। (অধোমুখে স্বগত) আমি নির্জ্জন-প্রদেশ বলে এখানে এলেম, এখানে আবার মনুষ্য সমাগম! স্বার্থপর নির্ঘৃণ মনুষ্য জাতির মুখাবলোকনে আর ইচ্ছা হয় না। (প্রকাশে) আপনি আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে অমরপুর নামে নগর আছে জানেন?

শান্ত। হাঁ শোনা আছে।

ধীসেন। তবে সেই নগরের অধীশ্বর ধার্ম্মিকবর শান্তশীল নামে রাজার নামও আপনার কর্ণগোচর হয়ে থাকবে।

শান্ত। (স্বগত) আমাকেই লক্ষ্য কচ্চে যে। (প্রকাশে) বলুন তার পর।

ধীসেন। আমি তাঁর প্রধান সচিব, কোন কারণে বৈরাগ্য হওয়াতে সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে বনে আগমন করেছি।

শান্ত। (পরম আহ্লাদে) এ কি! মন্ত্রিবর ধীসেন, তুমি আমাকে চিন্তে পাচ্যো না, কি করেইবা চিন্‌বে আমি ত তোমাকে চিন্তে পারলেম না, সে রূপ নাই, সে মূর্ত্তি নাই, সে অবস্থা নাই।

ধীসেন। (দেখিয়া সবিস্ময়ে) একি! মহারাজ! (এক দৃষ্টে অবলোকন)

শান্ত। ধীসেন! তোমার এমন অবস্থা কেন হয়েচে?

(মন্ত্রি রাজার চরণ ধরিয়া রোদন)

কেন কেন রোদন কেন, কি হয়েচে বল। প্রিয়ে! এ দিকে এস, আমার প্রধান মন্ত্রি ধীসেন এসেচেন (রাজ্ঞীর সত্বর আগমন)

বিরজা। কৈ কৈ (দেখিয়া) একি! একি হয়েচে।

ধীসেন। (সবিষাদে) কি বলবো অদৃষ্টের লিখন। আপনারা রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে প্রবেশ কল্যেন, তার পর দুর্দ্দান্ত নরাধম ইন্দোরাধিপতি কোন মতেই সন্ধি কল্যে না, অনেক অনুনয় বিনয় করে কৃতকার্য্য হতে পাল্যেম না, দুর্বৃত্ত রাজ্য হস্তগত করে রাজধানী লুট কল্যে, আমার যা কিছু বিভব সম্পত্তি ছিল লুট করলে, আদিদেশ পরিত্যাগ করে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ক্রমে সকলেরই নিকটে আশ্রয় প্রার্থনায় গেলেম, সম্পদের কুটুম্ব তারা বিপদের কেহই নয়। কেহই আশ্রয় দিলে না। পরিশেষে বিবেকের উদয় হওয়াতে আমার সেই সুশেন নামে সহোদর ও সহধর্ম্মিণীর সহিত এই অরণ্যে প্রবেশ করেছি সৌভাগ্য ক্রমে এখানে এসে আপনাদিগের সুশীতল ক্রোড় পেলেম।

শান্ত। কৈ তোমার তাঁরা কোথায়?

ধীসেন। তারা পশ্চাতে ফলমূল আহরণ করে আস্‌চে, আমার শরীর অতীব দুর্ব্বল, তাই অগ্রে এসে এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম কচ্যি। আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করবো এতদূর প্রত্যাশা ছিল না।

শান্ত। সে কথা সত্য, পুনর্ব্বার যে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

হবে, এ মনে ছিল না। এই অঘটন-ঘটনাকারী জগৎপতিকে ধন্যবাদ দেওয়া যাক্, যে জগন্নিবাস, ভগবানের কৃপাতে বন্ধু সমাগম-সুখ অনুভব কল্যেম। মন্ত্রি! রোদন করো না, উত্তম হয়েচে আর প্রতারণা-পরতন্ত্র স্বার্থপর লোকালয়ে গমনে প্রয়োজন নাই। এস একত্র সকলে এই সমস্থখের এক নিকেতন পরম রমণীয় নির্জ্জন প্রদেশে সুখে বাস করে, জগদীশ্বরের আরাধনা করা যাক।

ধীসেন। যে আজ্ঞা।

শান্ত। এস আমার কুটীরে এস; এই কুটীরের পশ্চাৎভাগে নদীতীরে তোমরাও কুটীর নির্ম্মাণ কর। ঐ দেখ আমার কুটীর।

ধীসেন। চলুন যাই।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—অরণ্যৈক দেশ।

(ফলভাজন ও আকর্ষণী হস্তে ধীসেন ও সুশেনের প্রবেশ)

সুশেন। দাদা! কেমন দেখলেন ত, আপনারা অগ্রে রাজার যমজসন্তান হয়েছিল বলে কতই ভেবেছিলেন।

ধীসেন। ভাবনার তো কথাই, যিনি রাজরাণীতে ছিলেন তিনিই বনে প্রসব কল্যেন তাতে আবার দুটী এক কালে হলো। তখন কি আর স্বপ্নেও জান্‌তেম যে, রাজপুত্রেরা মানুষ হবে। ভেবে ছিলেম মহারাজের কি বিপদ উপস্থিত, যখন কপাল মন্দ হয় তখন সকল প্রকারেই দুঃখ। সন্তান হলো, তাও আবার দুটী, যদি একটী হতো, তা হলে কোন মতে রাজ্ঞীর স্তন্য দুগ্ধে বাঁচ্‌তে পাত্যো। দুই সন্তান কেবল রাজমহিষীর স্তন্য দুগ্ধের উপর নির্ভর কর্‌বে, সুতরাং অল্প দিন মধ্যে তাঁর শরীরের সমুদায় শোণিত শুষিয়া খাইবে, তাহাতে রাজ্ঞী অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।

সুশেন। আমি তখনি বলেছিলেম যে, কখনই এপ্রকার বিবেচনা কর্‌বেন না, যিনি জীবের সৃষ্টি করেন তিনিই জীবন ধারণের উপায় করে দেন, ও বিষয় ভেবে কিছু হয় না।

ধীসেন। তা বড় মিথ্যা নয়, সেই রাজকুমারেরা দেখতে দেখতে একুশ বৎসরের হয়ে পড়লো, আহা! ছেলে দুটীত নয়, যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বিদ্যাবুদ্ধিতেও যেমন, আর তেমনি সৎ ও বিনীত।

সুশেন। কেবল তাই কেন, যেমন অসমসাহসী মৃগয়াতেও তেমনি সুদক্ষ।

ধীসেন। (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ না মন্মথ ও প্রমথ, এরা দুটীতে আজ এত সকালে কোথা যাচ্যে!

সুশেন। বোধ হয় মৃগয়া কর্‌তেই যাচ্চে।

ধীসেন। আহা! দুটীর কি সৌভ্রাত্র, একদণ্ডের জন্য ছাড়াছাড়ি হয় না।

সুশেন। ওদের হাতে আজ এমন অতিরিক্ত বস্ত্র কেন?

ধীসেন। তাই তো! চল দেখা যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয়—গর্ভাঙ্ক।

রাজগৃহ।

(রাজা কীর্ত্তিকাম ও মন্ত্রী আসীন)

কীর্ত্তি। (সরোষে) আর বলতে বাকি কি, যতদূর বলবার তা বলেছে—ইন্দোরাধিপতি ভূপাল-রাজ অপেক্ষা কোন অংশেই কুলে কম নয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! তা কে না জানে।

কীর্ত্তি। (সরোষে) তবে যে তাঁর এত বড় স্পর্দ্ধা আমার অপমান করে—বলে কি না, ইন্দোরাধিপতির কুলে দোষ আছে, তাঁকে কন্যা দান কল্যে মর্য্যাদার ক্ষতি হবে, এ কথা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়—এবার পাষণ্ডকে সমুচিত শাস্তি দিতে হলো।

মন্ত্রী। তবে কি মহারাজ—পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত কত্যে ইচ্ছা করেন।

কীর্ত্তি। যদি অল্পে না হয়, কাজেই তাই কত্যে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ একটা কন্যার জন্য এতটা করা কি ভাল!

কীর্ত্তি। আমি কি সামান্য কন্যার লালসায় তা কত্যে চাচ্চি, রক্ত বিন্দু পানেচ্ছায় কি পদাহত সর্প মনুষ্যকে দংশন করে, আমি তাকে স্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তি না দিয়ে কখনই ক্ষান্ত হবো না।

মন্ত্রী। মহারাজ! বিবেচনা—

কীর্ত্তি। (উদ্ধতভাবে) রেখে দাও তোমার বিবেচনা—এখন বিবেচনার সময় নয়, আমার যা ইচ্ছা তা আগে সাধন করি, তার পর বিবেচনা।

মন্ত্রী। মহারাজ! অধীনের কথায় কর্ণপাত করুন, অধীন আপনার অপমানের প্রতিশোধের কথাই বল্‌ছে।

কীর্ত্তি। ভাল, তোমার কি বক্তব্য বল।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার দিগ্বিজয়কালে যদিও নৃপতিগণ অধীনতা স্বীকার করেছে, তথাপি মনে তাদের আপনার উপর জাতক্রোধ আছে;

কীর্ত্তি। (উদ্ধতভাবে) তা থাক্‌লইবা, তা বলে কি তাদের ভয় কত্যে হবে!

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি ভয়ের কথা বলি নাই, তারা একা আপনার কি কত্যে পারে, কিন্তু যদি তারা একত্র মিলিত হয়—

কীর্ত্তি। (উদ্ধতভাবে) তা হলোইবা, তাতে আমার ক্ষতি কি, তা বলে কি তাদের ভয়ে অপমান সহ্য কত্যে হবে, অপমান সহ্য করে যদি জীবন ধারণ কত্যে হয়

তবে সে জীবনে ধিক্! রাজ্যে ধিক্! শৌর্য্যবীর্য্যেও ধিক্! তারা আমার নিকট পরাস্ত, আমার পদানত, ক্রীতদাস বল্লেই হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ একটা সামান্য কন্যার জন্য কি তুমূল কাণ্ড করা উচিত?

কীর্ত্তি। তবে কি ক্ষত্রিয় হয়ে অপমান সহ্য করে থাকাই' তোমার মতে উচিত?

মন্ত্রী। মহারাজ! এ বিষয় মনে স্থান না দিলেইত হলো।

কীর্ত্তি। বল কি! এ বিষয় কি কখন ভোলা যায়, তুমি বৃদ্ধ হয়েচো, তোমার এখন সকল বিষয়েই ভয় হয়, সকল বিষয়ই ভুল্‌তে পারো, কিন্তু আমি যত দিন না সেই দুরাত্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করবো, তত দিন আমি এ বিষয় বিস্মৃত হতে পার্‌বো না।

মন্ত্রী। (স্বগত) আমার যা কর্ত্তব্য তাতো আমি কল্যেম, ঐশ্বর্য্য হলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, পূর্ব্বকার ন্যায় সুহৃদবর্গে আর আস্থা থাকে না, এঁরো দেখ্‌চি সেই অবস্থা।

কীর্ত্তি। মন্ত্রি! ভাবচো কি?

মন্ত্রী। আর ভাববো কি, আপনিত আর আমার কথায় কর্ণপাত করেন না।

কীর্ত্তি। হা হা হা, বলি তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, আর রাজকার্য্য চিন্তায় তোমার কালাতিপাত পোসায় না, রাজকোষ হতে অর্থ নিয়ে যাও, জীবনের যে টুকু অল্প অবশিষ্ট আছে ধর্ম্ম চিন্তায় ক্ষেপণ করগে; এ যুদ্ধ

বিগ্রহে সাহসী বীর পুরুষের প্রয়োজন, এ সকল ভীরু স্বভাব বৃদ্ধের কর্ম্ম নয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমাকে যুদ্ধ-ভীরু বিবেচনা করবেন না, সত্য বটে বৃদ্ধ হয়ে বল হীন হয়েচি, কিন্তু বলুন দেখি আপনার কজন সেনাপতি আমা অপেক্ষা অধিক সাহসী আছে (স্বগত) ইস্, আমার বুদ্ধিতে এত দিন চল্লেন, আজ আমায় বৃদ্ধ বলে তিরস্কার করেন, না হবে কেন, আজ কালের নব্য সম্প্রদায়েরা পিতা মাতা বৃদ্ধ হলেই অবজ্ঞা করে, তা আমি কোন্ ছার! আগে যারা এঁর হোয়ে প্রাণপণে কর্ম্ম কত্যো, এখন এঁর এরূপ উদ্ধত ব্যবহার দেখে অনেকেই বিমনা হয়েচে।

কীর্ত্তি। মন্ত্রি! চেতসিংকে বল গে আমি তাকে যা বলেচি সে যেন তাতে প্রস্তুত থাকে।

মন্ত্রী। তবে আমি চল্‌লেম। (অগ্রসর)

কীর্ত্তি। হ্যাঁ—দেখ মন্ত্রি!

মন্ত্রী। আজ্ঞা, অনুমতি করুন।

কীর্ত্তি। (চিন্তা করিয়া) না থাক———(মন্ত্রির প্রস্থান) বৃদ্ধ হলে মতিচ্ছন্ন ধরে, এর দেখচি তাই হয়েছে। এর সকল কথা শুনতে গেলে কাজ চলে না। আমি এমন অন্যায়ই বা কি করচি, ভীষ্মদেবও তো অম্বালিকাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে ছিলেন, আর যিনি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই বা কি করেছিলেন, ক্ষত্রিয়দের এপ্রথা তো চির-প্রচলিত। তা যা হোক এখন

গুপ্তচর এলেই হয়, তা হলে যা হয় একটা স্থির করা যায়। (গুপ্তদ্বারে আঘাত)

এই যে এসেচে, (গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটন) ভিতরে এসো।

(গুপ্ত চরের প্রবেশ)

কেমন কার্য্য সফল তো !

চর। মহারাজের প্রসাদে।

কীর্ত্তি। ভাল, কি যেনে এলে বল দেখি।

চর। শুনুন (কর্ণে কর্ণে)

কীর্ত্তি। নিশ্চয় জেনেছো ত।

চর। এ দাস কি আপনার সমক্ষে কখন অযথার্থ বলে।

কীর্ত্তি। তবে আর কি, তার সেই "কুল কুল কূল, এইবারে সমূলে নির্ম্মূল" দেখি আর কতো দিন অকলঙ্কিত থাকে, এ কটা দিন গেলে বাঁচি (চর প্রতি) তুমিও প্রস্তুত থেকো।

চর। এ দাসতো সততই প্রস্তুত।

কীর্ত্তি। তবে এখন তুমি বিদায় পাও।

চর। যে আজ্ঞা (প্রস্থান)

কীর্ত্তি। আঃ ! এতক্ষণে আমার মন কতক শান্ত হলো, যাই রাত্রি হয়েচে শয়ন করিগে।

(প্রস্থান)

তৃতীয়—গর্ব্ভাঙ্ক।

বন মধ্যস্থ কুটীর।

(চিন্তিত ভাবে সুমতির সহিত বিরজা আসীনা)

বিরজা। সুমতি! আজ আমার মন্মথ ও প্রমথ এত বিলম্ব কচ্যে কেন?

সুম। বোধ হয়, রাজকুমারেরা বনে বেড়াতে গেছেন্।

বিরজা। সুমতি! আর রাজকুমার বলোনা, এখন রাজশব্দ শুন্‌লে কান্না পায়। তুমি তো রাজকুমার বল্যে, বল দেখি তার মত কোন্ ঘটাটা করা হয়েছে। (সরোদনে) কি পরিতাপ! আজ বিবাহ মহোৎসবে কোথায় নগর উৎসবময় হবে, পুরবাসীরা কত আমোদ প্রমোদ করবে, প্রার্থনাধিক্ ধন পেয়ে যাচকেরা আশীর্ব্বাদ ও কোলাহলে রাজপুরী পূর্ণ কর্‌বে, তা না হয়ে, আমি বন মধ্যে নয়ন জলে পৃথিবী ভাসাচ্যি। না জানি আমি কতই পাপ করেছি, যে জন্যে আমায় এত দুঃখ পেতে হচ্যে। আমার এখনি মরণ হয় তো বাঁচি, আর এক দণ্ডও বাঁচতে সাদ নাই। (রোদন)

সুম। রাজমহিষি! আপনি এত কাতর হবেন না। একরূপ অবস্থা কারো চিরকাল থাকে না। মানুষের ভাগ্যে কখন্ কি ঘটে কে বল্‌তে পারে, আজ আমাদের এত দুঃখ দেখচেন, কাল হয় ত এ দুঃখ-নিশি প্রভাত হতেও পারে।

বিরজা। সুমতি! আর কি আমাদের সে দিন হবে, আর কি আমি বাছাদিগকে বধূ কোলে করে সিংহাসনে বস্‌তে দেখবো, সে আশা আর আমার মনে হয় না।

সুম। কেন রাজমহিষি! এত অধীর হচ্চেন কেন? যিনি দুঃখ দেন তিনিই আবার কালে, দুঃখ দূর করেন; তার জন্য এত ভাবচেন কেন!

বিরজা। সুমতি দুঃখ হয় না? আমার বাছারা কোথায় রাজ অট্টালিকায় থাকবে, নিরন্তর রাজভোগ ভোগ কর্‌বে, না কোথায় বনে বনে বেড়য়ে বনফল খেয়ে জীবন ধারণ কচ্চ্যে, একি কখন মার প্রাণে সয়।

সুম। তা দিদি কি কর্‌বে বল, আমাদের কপালের দুঃখ আমরা বই আর কে ভোগ কর্‌বে।

বিরজা। (সবিষাদে) তা সত্য বটে, তা নইলে দেখ, আমার কি না ছিল; পোড়া কপাল যদি না পুড়তো, ত আজ আমার কিসের অভাব। আরও যে কপালে কত দুঃখ আছে, তা কে বল্‌তে পারে। যাহোক, বাছারা যে এখন এলোনা!

সুম। তাই ত আজ সকাল অবধি যে কুমারদিগকে দেখতে পাচ্যিনে।

বিরজা। সুমতি! একবার যাও ত দিদি, শীঘ্র জেনে এসগে আমার মন্মথ ও প্রমথ এল কি না?

সুম। আচ্ছা জেনে আস্‌চি। (সুমতির প্রস্থান)

বিরজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আজ আমার মন এত ব্যাকুল হচ্যে কেন। থেকে থেকে প্রাণ যেন কেঁদে

কেঁদে উঠ্‌চে। আমার বাছাদের ত কোন অমঙ্গল ঘটেনি। মা অম্বিকে! বাছাদের আমার যেন কোন বিপদ না ঘটে।

(সোদ্বেগে সুমতির সহিত শান্তশীলের প্রবেশ)

শান্ত। সে কি! এখনও কি এরা বাড়ি আসেনি! তোমাদের কি কিছু বলে গেছে?

সুম। না মহারাজ! আমরা তো প্রাতঃকাল থেকে রাজকুমারদের কাকেও দেখ্‌তে পাইনি।

বিরজা। (সোদ্বেগে) মহারাজ! শীঘ্র অনুসন্ধান করুন, আমার প্রাণ কেমন কচ্যে।

শান্ত। সুমতি! একবার দেখগে, সুশেন এদের দেখা পেলে হয়, আমি তাকে অন্বেষণ করতে পাঠ্‌য়েছি। দেখ দেখি সে এসেছে কি না?

সুম। যে আজ্ঞা। (সুমতির প্রস্থান)

শান্ত। তোমাকেও কি কিছু বলে যায় নি?

বিরজা। আমাকে আর বলবে কি রোজ যেমন বেড়াতে যায় আজও তেমনি বেড়াতে গেছে।

শান্ত। এরা ত কখনই এত বিলম্ব করে না। আজ কেন এমন হলো!

(সুশেনের সহিত সুমতির পুনঃ প্রবেশ)

শান্ত। কেমন সুশেন! তাদের কি কোন সন্ধান পেলে?

সুশে। না মহারাজ! নিকটবর্ত্তী প্রায় সমুদায় স্থানেই অন্বেষণ করে এলেম কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না।

শান্ত। প্রাতঃকালে, তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল ?

সুশে। হাঁ আমি আজ প্রাতঃকালে তাঁহাদিগকে পশ্চিমাভিমুখে যেতে দেখেছিলাম, আমি জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা কি উত্তর দিলেন, আমি দূর থেকে ভাল শুন্‌তে পেলেম না।

শান্ত। পশ্চিমাভিমুখে কোথায় গেল ! আচ্ছা, তাদের সঙ্গে আর কিছু ছিল ?

সুশে। বোধ হয়, প্রমথনাথের হস্তে খানকতক অতিরিক্ত বস্ত্র ছিল।

শান্ত। অঁ্যা—বস্ত্র ছিল—তবে তারা নিশ্চয়ই কোথা গেছে। তবে চল ত্বরায় আমরা তাদের অন্বেষণ করিগে, নতুবা কোন দূরদেশে গিয়ে পড়বে।

(শান্তশীল ও সুশেনের প্রস্থান)

বিরজা। (সরোদনে) হায় ! আমি কি হতভাগিনী, কপালে একদিনের জন্যও সুখ ঘট্‌লোনা। রাজত্বকালে পুত্রমুখদর্শন সুখে বঞ্চিত ছিলেম, যদিও রাজ্য বিনিময়ে পুত্র রত্ন লাভ করেছিলেম, বিধাত ! তুই সে সুখেও বাদসাধিলি।—হা বৎস ! তোমারা কোথায় গেলে, বাছা ক্ষুধার সময় কাহার নিকট আহার চাবে, তৃষ্ণার সময় কে জল দেবে, তোমরা যে আমা বই আর কাকেও জাননা। (রোদন)

সুমতি। মহিষি ! এত অধীর হচ্যেন কেন, ভয় কি।

বিরজা। ভয় নাই কেন, আমার যে পোড়া কপাল, এতে সবই সম্ভবে।

হায় গো সুমতি মোর কি পোড়া কপাল,
কি পোড়া কপাল দিদি কি পোড়া কপাল।
অবিরোধে সুখ ভোগ নাহি ক্ষণকাল,
নাহি ক্ষণ কাল মোর নাহি ক্ষণ কাল॥
রাজ্য ভোগে সুখে আমি ছিলাম যখন,
দিদি ছিলাম যখন আমি ছিলাম যখন।
তখন বিধাতা মোরে সন্তান রতন,
মোরে সন্তান রতন দিদি সন্তান রতন—
না দিয়া আমারে দিদি পাঠালেন বনে,
দিদি পাঠালেন বনে মোরে পাঠালেন বনে।
ভাল-দোষে পরিশেষে রহিনু কাননে,
শেষে রহিনু কাননে দিদি রহিনু কাননে॥
তখন আমারে বিধি সদয় হইয়া
কেন সদয় হইয়া দিদি সদয় হইয়া।
আনন্দিত করিলেন পুত্র ধন দিয়া,
দিদি পুত্র ধন দিয়া বিধি পুত্র ধন দিয়া॥
কাহাকে দিব বা দোষ ললাট লিখন,
দিদি ললাট লিখন সব ললাট লিখন।
তাহাতে লাগিল মোর কপালে আগুণ,
দিদি কপালে আগুণ মোর কপালে আগুণ॥
বড় সাধ ছিল ওলো মনেতে আমার,
দিদি মনেতে আমার ওলো মনেতে আমার।
দিব আমি বাছাদের বিবাহ এবার,
শুভ বিবাহ এবার সই বিবাহ এবার॥

পুত্র বধূ লয়ে সুখে করিব সংসার,
করিব সংসার সুখে করিব সংসার।
নিরবধি ছিল এই বাসনা আমার,
বাসনা আমার ছিল বাসনা আমার ॥
না পুরাতে দিদি মোর মনের সে সাদ,
মনের সে সাদ দিদি মনের সে সাদ।
আবার বিধাতা বুঝি ঘটালে প্রমাদ,
ঘটালে প্রমাদ বুঝি ঘটালে প্রমাদ ॥
প্রমথ! মন্মথ! বাছা গেলিরে কোথায়,
গেলিরে কোথায় বাছা গেলিরে কোথায়।
দুখিনী জননী কাঁদে দেখা দাও তায়,
দেখা দাও তায় আসি দেখা দাও তায় ॥

(অত্যন্ত রোদন)

সুম। মহিষি! আর কাঁদ্‌বেন না, মহারাজ এখনি কুমার-দিগকে সঙ্গে করে আন্‌বেন, চলুন এখন গৃহ কর্ম্ম দেখা যাক্‌গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভূপালের প্রান্তরস্থ অরণ্য।

(কীর্ত্তিকাম ও বিদূষকের প্রবেশ)

চূড়া। তা নাত কি, বুড়োদের সকল কথা শুন্‌তে গেলে কাজ চলে থাকে, ওর এখন ভীমরতি ধরেছে।

কীর্ত্তি। বলে কি না অধর্ম্ম হবে, ব্যাঘ্রের গো বধে কখন অধর্ম্ম হয়, তার আহারই ত তাই, ছলে হোক, বলে হোক্, কৌশলে হোক্, যেমন করেই হোক্ শত্রু দমন করা চাই, ক্ষত্রিয়ের শত্রু দমন করাই ধর্ম্ম, আবার ধর্ম্ম কি ?

চূড়া। তা বটেইতো ও এখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর্‌বেনা কেন, ওর যে বিসর্জ্জনের বাদ্দি বেজেছে। ও এই সময় দুবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নিক্।

কীর্ত্তি। ভাল বয়স্য কেমন কৌশল টা খেলা গেছে বল দেখি, লোকে কি এ সব বুঝতে পারবে ?

চূড়া। হুঁ তাকি হয়, আপনি যা কৌশল খেলেন্ তা আবার অন্যে বুঝ্‌বে।

কীর্ত্তি। যদিও বুঝ্‌তে না পারুক্, কিন্তু আমার উপর অনেকে সন্দেহ কর্‌তে পারে।

চূড়া। কিসে সন্দেহ করবে মহারাজ ! আপনি যে এ কায

করছেন তাতো আর কেউ জানেনা। শৰ্ম্মা যা পরামর্শ দেন, তা অকাট্য, শর্ম্মা লোকটা কে!

সরস্বতীর বরপুত্র নামটী চূড়ামণি।
বৃহস্পতির মাস্‌তুতো ভাই রসিক শিরোমণি॥

কীর্ত্তি। আমি প্রথমে ঠাউরে ছিলেম, ফিরে যুদ্ধ করবো।

চূড়া। (স্বগত) আবার যুদ্ধ, তবেই তো গেছি, এবার যদি যুদ্ধে যান্ তা হলেই দফা রফা। তারা সব টেঁসে রয়েছে, এবার সেঁটে দেবে।

কীর্ত্তি। বয়স্য! ভাবচো কি?

চূড়া। আজ্ঞে এমন কিছু নয়, বলি তারা আপনার কাছে। হেরেই তো রয়েছে, না হয় আর একবার হার্‌বে। কিন্তু তা হলে অপমানের পরিশোধ হয় কই, আমি যা পরামর্শ দিয়েছি, এতে তাঁর আঁতে ঘা লাগ্‌বে।

কীর্ত্তি। না হবে কেন, তুমি লোক টা কেমন, চূড়ামণি মশাই। আরো দেখ তা কল্যে অনঙ্গ-রঙ্গিণী লাভ হয় না। গোল কোল্যে চাই কি কন্যাহত্যা করেও কুল-মর্য্যাদা রক্ষা করবে। ক্ষত্রিয়কুলে, আজ কাল তাও ত দেখা যাচ্চে। এদের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে কেন! তা দেখ বয়স্য! এই স্থানে একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখে আসিগে।

চূড়া। না মহারাজ! একে শন্ মঙ্গলবার, তায় সন্ধ্যাবেলা তাতে আবার বনের মধ্যে একলাটী, আমি কখনই থাকুতে পারবো না।

কীর্ত্তি । দূর্ ভীতু ! একবার এইখানে দাঁড়াওনা আমি এলেম বলে ।

চূড়া । তবে একান্তই ছাড়বেন্ না দেখছি ।

(কীর্ত্তিকামের প্রস্থান)

চূড়া । রাজারও যেমন বুদ্ধি, মন্ত্রী ব্যাটাও তেমনি, ছুটো-তেই যুদ্ধ যুদ্ধ করছিলো, আমি যাই ছিলেম্ তাই রাজার টন্‌ক নড়লো, কেমন পরামর্শ দিয়েছি, মন্ত্রিরপো এত বোঝালেন্ তার সঙ্গে চটা চটীও হয়ে গেল, কিন্তু শর্ম্মা যা গুরুমন্ত্র ফুস্‌লেছেন্ তা নয় হবার যো নাই । আরে মর ব্যাটা জানিস্‌নে যে খোসামদে দেবতাও বশ হয়, তা মানুষ কোন ছার! আর রাজাই বা কেমন, যুদ্ধ মারা মারি কাটা কাটির সময়েতেই বলেন “কি বয়স্য সঙ্গে যাবে তো” আমরা ভিকেরী বামুন্ না টী বলবার যো নাই । কিন্তু যখন কল্প-বৃক্ষের ফলস্বরূপ ছানাবড়া, যার খোসা আঁটি ছাড়াতে হয় না ভোগ লাগাতে থাকেন, তখন বয়স্যকে ভুলেও মনে করেন না । অয়ি পীযূসনিঃসন্দিনি কোম-লাঙ্গি রসিকজন-তারিণি ! তোমার রসপূর্ণ কোমল কায় মনে পড়লে, এ ভক্ত জনের জিহ্বায় ভক্তি রস স্বরূপ লালারসের উদয় হয় । (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) একি এরাকি নগর রক্ষক, এরাকি সব টের পেয়েছে, এরা যে এই দিকেই আস্‌চে, আমাকেই ধরবে বুঝি । বাবা রে—(পলায়ন)

(চেতসিং ও তেজখাঁর প্রবেশ)

তেজ। (সহাস্তে) দেখ দেখ চূড়ামণি আমাদের দেখে পলাচ্চে, দাঁড়াও ওকে ধরে একটু রগড় করা যাক্। (উচ্চৈস্বরে) দাঁড়া দাঁড়া কেরে কেও পালায়। (বেগে গমন ও আকর্ষণ করত আনয়ন) বল্ বল্‌ছি তুই কে?

চূড়া। (সত্রাসে) না বাবা আমি কেউ নই।

তেজ। এখানে তুই কেন?

চূড়া। (সত্রাসে) না বাবা আমি শ্রাদ্ধের নেমন্ত্রণে এসেচি।

তেজ। ব্যাটা বনের মধ্যে শ্রাদ্ধ। রোস্ তোর শ্রাদ্ধ কচ্চি। (অসি নিষ্কাষণ)

চূড়া। (উচ্চৈস্বরে) মহারাজ! মহারাজ! রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়।

তেজ। তোর আবার রাজা কে, তুই বুঝি তার সেনাপতি!

চূড়া। না বাবা আমি তার কেউ নয়!

তেজ। তোর নাম কি?

চূড়া। চূড়ামণি।

তেজ। কি চূড়ামণি, বীরচূড়ামণি!

চূড়া। না বাবা বরং একদিন পেটুক চূড়ামণি বল্লেও সাজে।

তেজ। তোর রাজা কোথা?

চূড়া। আমার রাজা আমার চেয়ে এককাটী সরেস্, বেগতিক দেখে আমার আগেই সরেছে।

তেজ। তুই রাজার সঙ্গে এখানে কি কর্‌তে এসেছিস্?

চূড়া। শীকার কর্‌তে।

তেজ। তোরা আবার কি শীকার করবি, কি শীকার করে-
ছিস্ বল দেখি?

চূড়া। দোহাই বাবা, কিছু শীকার কত্যে পারিনি, এই যা
ঘাইট স্বীকার কচ্যি।

তেজ। এখন সত্য কথা স্বীকার করবি তো কর, তা নইলে
তোকে কেটে ফেলি।

চূড়া। দোহাই বাবা ও কর্ম্ম করো না, গোহত্যা শাস্ত্রে নিষেধ,
আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ৫০ কাহন কড়ি চাই।

(কীর্ত্তিকামের প্রবেশ)

(চূড়ামণিকে ছাড়িয়া তেজ খাঁ দণ্ডায়মান)

চূড়া। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন, এ গরিব ব্রাহ্মণ মারা
পড়ে।

তেজ ও চেত। মহারাজের জয় হউক।

কীর্ত্তি। সেকি বয়স্য! তুমি তেজ খাঁকে চিন্‌তে পাচ্যোনা?

চূড়া। (সবিস্ময়ে) তোরা! তোরা! আমাকে নিয়ে এমন্
কচ্যিলি, আচ্ছা সময়ে একচোট্ নোবো এখন্।

কীর্ত্তি। কেমন তোমরা সব প্রস্তুত।

তেজ ও চেত। আজ্ঞা হাঁ।

কীর্ত্তি। আর আর সব কোথায়?

চেত। ঐ খানে মহারাজের অনুমতি অপেক্ষা করচে।

কীর্ত্তি। সখে! তবে এস।

চূড়া। আজ্ঞে হাঁ আমি পশ্চাতে আছি। (স্বগত) কিন্তু
বেগতিক দেখ্‌লে আগে—

(সকলের প্রস্থান)

(মৃগয়াবেশে মন্মথনাথের প্রবেশ)

মন্মথ। এ ঘোর রাত্রে কিছুই তো পথ দেখা যাচ্যে না, কি করেই বা বাটী যাই! বণিক মহাশয় হয় তো কতই ভাবচেন, প্রমথ কতই ব্যাকুল হচ্চে। তা আজ তাকে সঙ্গে না এনে ভালই করেচি, সে সঙ্গে এলে ভারি কষ্ট পেতো, আমি যা হোক এক রকম করে রাত্রি কাটাতে পারবো, আমার তত ক্লেশ হবে না। আমি এত বনে বনে বেড়িয়েছি, কিন্তু কখন এমন পথশ্রম হয়নি, এ অরণ্যদেশে এখন যাই কোথা! যাহোক এখানে একটা বৃক্ষের উপর উঠে রাত্রি যাপন করি। (অগ্রসর) এ আলো কোথা থেকে দেখা যাচ্চে! একি এরা কারা, এদের হাতে যে অস্ত্র শস্ত্র রয়েছে। তবে কি এরা দস্যু! তা হতেও পারে, না হলে এমন গুপ্ত ভাবে যাবে কেন! আমাকে দেখতে হলো এরা কার সর্ব্বনাশ করতে যাচ্যে, তা এদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইনা কেন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভূপাল-দেশীয় পর্ব্বতপ্রদেশের দেব-মন্দির।

(বিনোদিনী ও বিলাসিনীর সহিত অনঙ্গলতিকা আসীন)

অনঙ্গ। (করযোড়ে)

হে নগ-নন্দিনি! সুর নর বন্দিনি!

পাপ-বিনিন্দিনি! মোক্ষ করে!

হে মৃড়-মোহিনি ! পদ্ম সুশোভিনি !
নৃত্য বিনোদিনি ! বিঘ্ন হরে !
হে মৃদু-হাসিনি ! দৈত্য বিমর্দ্দিনি !
কালি কপালিনি ! কাল হরে !
হে ভব ভাবিনি ! ভৈরব ভামিনি !
ভীম-বিভাষিণি ! শূল করে !
হে রণ-রঙ্গিনি ! সমর তরঙ্গিনি !
উমে উলঙ্গিনি ! রঙ্গভরে !
হে গজগামিনি ! গিরীশ মোহিনি !
প্রসূতি-নন্দিনি ! গৌরি শিবে !
হে কুল-কামিনি ! কেশরী-বাহিনি !
নাশ অভাগিনী-দুঃখ ভবে !

(সকলের প্রণাম)

বিলা। সিখি ! দেবী পূজা সমাপন হলো, তবে এখন এস একটু সঙ্গীত আলাপ করা যাক্।

অনঙ্গ। (সবিষাদে) সখি আজ আমার ওসব ভাল লাগ্‌চে না।

বিলা। কেন সখি ! আজ এত বিমনা কেন ?

অনঙ্গ। কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি, সেই অবধি আমার মনটা কেমন হয়েছে, থেকে থেকে তাই মনে পড়্‌ছে।

বিলা। কি স্বপ্ন সখি ?

অনঙ্গ। আমি যেন একা বসে কি ভাব্‌চি, এমন সময় একটা ভয়ানক বাঘ এসে আমাকে ধল্যে, আমি ভয়ে যেমন চোক বুজ্‌লেম, এমন সময় একটা ভয়ানক গর্জ্জন শুন্‌তে পেলেম, চেয়ে দেখি, একটী সুন্দর সিংহ

শাবক এসে বাঘটাকে তাড়িয়ে দিলে, অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিনো। ওমা! এ আবার কি রকম স্বপ্ন।

অনঙ্গ। কে জানে ভাই, সেই অবধি আমার মনটা কেমন ব্যাকুল হয়েচে।

বিলা। প্রিয় সখি! ও স্বপ্নের কথা ছেড়ে দাও, সঙ্গীতে মন-প্রফুল্ল হয়, তাই তোমাকে সঙ্গীতে মনোনিবেশ কত্যে বলচি। চিত্রলেখে! তুই ভাই একটা গান গাতো, আমি এই বাঁশিটা বাজাই।

বিনো। গীত——

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

সখি! প্রণয় রতন।
প্রেমিক জনের সদা তোষে প্রাণ মন॥
পরম প্রণয় রসে, মন প্রাণ যার রসে,
প্রেম ভরে প্রেম রসে, থাকে সে মগন॥
বিধি যদি সযতনে, না সৃজিত হেন ধনে,
তবে আর ত্রিভুবনে, থাকিত গো কিবা ধন॥
নেপথ্যে (কোলাহল)

অনঙ্গ। (সচকিতে) সখি একি! কিসের গোলমাল।
(নেপথ্যে) তোমরা সকলে সতর্কে বাহিরে থাক, কেবল চেতসিং ও তেজখাঁ আমার সঙ্গে এস।
(দস্যুবেশে কীর্ত্তিকাম ও অনুচর দ্বয়ের প্রবেশ)

কীর্ত্তি। হুঁ হুঁ বড় যে দিতে চান্‌নি, এখন রাখে কে! পাপিষ্ঠ

নরাধম ভূপাল পাল আমাকে নীচ কুলোদ্ভব বলে অবমাননা করে! এখন তার সেই কুল রক্ষা কে করে! এই আমি তার কন্যাকে হরণ করি।

অনঙ্গ। (শুনিয়া সভয়ে) সখি! কি হলো কোথা যাব, এখন কে রক্ষা করবে। (চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিক দৃষ্টি)

বিলা। মা সতীকুলেশ্বরি! কুলকামিনীদিগের কুল রক্ষা মা তুমি কর, আর কে রক্ষা করবে।

কীর্ত্তি। (অনুচরের প্রতি) তোমরা সখি দুজনকে লয়ে যাও আমি স্বয়ং রাজকুমারীকে নিয়ে যাই, সুন্দরি! এস, এ দাস তোমাকে বহন করবার জন্য প্রস্তুত (বিকট হাস্যে অগ্রসর)

অনঙ্গ। মা—গো!—(মূর্চ্ছা)

বিলা। মহাশয়! আপনার ন্যায় বীর পুরুষের এরূপ অসহায়া অবলাগণের প্রতি বল প্রকাশ করা কখনই শোভা পায় না।

কীর্ত্তি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

যার হৃদয় উপর, শোভে যুগল ভূধর;
যেই কটাক্ষের শরে, ত্রিলোক জর্জ্জর করে;
স্বয়ং দেব পঞ্চ শর, সদা যার অনুচর;
সে যদি হইল অবলা নারী,
বলবান্ তবে কেবা বুঝতে নারি॥

বিলা। (অধোবদনে রোদন)

বিনো। হায়! আমাদের এখন কে রক্ষা করে। (রোদন)

(মৃগয়া বেশে বেগে মন্মথনাথের প্রবেশ)

মন্মথ। ভয় কি! ভয় কি! রে দুরাত্মা পামর! অসহায়িনী অবলার প্রতি তোর এত অত্যাচার, আয় তোকে দেখি। (এক জন অনুচরকে পদাঘাতে পাতন ও অপরের পলায়ন)

কীর্ত্তি। হাঃ হাঃ হাঃ জ্বলন্ত বহ্নিতে তোর এ পতঙ্গবৃত্ত কেন ঘট্‌লো, জানিস্‌নে আমি ইন্দোরাধিপতি। এখনি তোকে সমুচিত শাস্তি দিচ্চি।

মন্মথ। তুই চণ্ডালাধিপতি, কে কাকে দণ্ড দেয় দেখ্‌।

(উভয়ের অসি নিষ্কাষণ)

কীর্ত্তি। ইস্‌ এত বড় স্পর্দ্ধা! (উভয়ের যুদ্ধ)

(ইন্দোরাধিপতিকে পলায়নে উদ্যত দেখিয়া)

মন্মথ। পালাস কেন? পালস কেন?

(পশ্চাৎধাবন ও প্রস্থান)

(নেপথ্যে চূড়ামণি) ও চেতসিং স্ত্রীলোকের ভয়ে পালাচ্চ। আমাকে নিন্দা কর। এই দেখ আমি যাই। (প্রবেশ) মহারাজ! এ অধীন পশ্চাতে আছে, যেন প্রসাদ পায়। দেখিয়া (সচকিত) ও বাবা এ যা মনে করে ছিলাম তাই। না বাবা এর প্রসাদ যেন না পেতে হয়। এই যে তেজ খাঁ এখানে পড়ে, বড় যে ভয় দেখাচ্ছিলে; ব্রহ্মশাপ হাতে হাতে ফলেছে, কেমন এখন জব্দ।

তেজ। (কষ্টের সহিত) কেও চূড়ামণি মশাই, গেছি, উঃ।

চূড়া। ওরে রাজা পালালো, চ চ আমরা পালাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিলা। এই যে প্রিয়সখি চেতনা পেয়েচেন।

অনঙ্গ। হায়! আমার কি হলো।

বিলা। ভয় কি—সখি! ওঠ ওঠ।

অনঙ্গ। সখি! আমি কোথায়?

বিলা। কেন, আমরা সেই দেব মন্দিরে।

অনঙ্গ। অ্যাঁ আমরা সে বিপদ হতে কি করে উদ্ধার হলেম?

(মন্মথনাথের পুনঃপ্রবেশ)

বিলা। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) সখি! এই মহাত্মাই নিজ অস্ত্র-বলে আমাদিগকে দস্যু হস্ত হতে আজ বাঁচালেন। (মন্মথনাথের প্রতি) মহাশয়! অদ্য আপনা হতেই আমাদের কুল মান সমস্তই রক্ষা হলো।

মন্মথ। যিনি বিশ্বরক্ষক তিনিই তোমাদিগকে রক্ষা করেছেন্, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

বিলা। সৌজন্যই সজ্জনের ভূষণ।

মন্মথ। আপনাদের প্রিয়-সখি তো সুস্থ হয়েছেন?

বিলা। হ্যাঁ ভবাদৃশ রক্ষক লাভ করাতে। মহাশয়, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, এইখানে উপবেশন করে বিশ্রাম লাভ করুন।

মন্মথ। আপনাদের সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণেই আমার বিশ্রান্তি লাভ হয়েছে। আপনারাও তো অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন, তা সকলেই ক্ষণকাল বিশ্রাম করা যাউক।

বিলা। (অনঙ্গ প্রতি) সখি ! এস আমরা বসি।

(সকলের উপবেশন)

অনঙ্গ। (স্বগত) এই মহাত্মা কি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন, আহা কি মনোহর আকৃতি, কি মধুর সম্ভাষণ।

বিনো। উঃ পাষণ্ডদের কি বিকট আকৃতি মনে হলে এখনও গা কাঁপে ; তাদের কি হলো মশাই ?

মন্মথ। সে কাপুরুষটা দুই এক ঘা খেয়েই পালালো, কিছু অধিক শাস্তি দিতে পাল্যেম্ না, আর দলপতিকে পালাতে দেখে সঙ্গীরাও সেই পথ অবলম্বন কল্লে।

বিলা। (জনান্তিকে) বিনোদিনি ! বল দেখি এ সদয়-চিত্ত বীর-পুরুষটী কে ?

বিনো। (জনান্তিকে) সখি আমারও জান্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, তা তুমি ভাই জিজ্ঞাসা কর না।

বিলা। মহাশয় ! আমরা কোন্ মহাত্মা কর্তৃক এ বিপদ হতে উদ্ধার হলেম্ তা জান্‌তে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়েছে।

অনঙ্গ। (স্বগত) হৃদয় ! উতলা হয়োনা, যা মনে করেছিলে বিলাসিনী তাই জিজ্ঞাসা করেছে।

মন্মথ। (স্বগত) এখন কি বলে পরিচয় দি—তাই ভাল। (প্রকাশ্যে) আমার নাম, মন্মথনাথ !

অনঙ্গ। (স্বগত) আহা ! যেমন আকার নামটীও তেমনি।

বিলা। মহাশয় ! এ ঘোর রজনীতে এখানে কিজন্য এসেছিলেন্।

মন্মথ। মৃগয়ায় পথভ্রান্ত হয়ে, এখানে এসেছি।

বিনো। আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ।

মন্মথ। যদি আপনাদের বল্‌তে কোন বাধা না থাকে তবে আমারও কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে?

বিলা। আজ্ঞা করুন্।

মন্মথ। আপনারা কে, আপনারা এঁকে প্রিয়-সখি বলে সম্ভাষণ কচ্যেন ইনিই বা কে? এই নিশীথ সময়ে বা এখানে আপনারা কেন?

বিলা। মহাশয়! ইনি আমাদের প্রিয়সখী, এঁর নাম অনঙ্গ লতিকা, ভূপাল রাজের তনয়া, কৌলিক প্রথানুসারে এখানে দেবপূজা করতে আসা হয়েছে।

মন্মথ। তা আপনারা রাত্রিকালে অসাহায়িণী হয়ে এসেছেন্ কেন?

বিলা। আমাদের বাহকগণ ও রক্ষিবর্গ কিঞ্চিৎ দূরে বিশ্রাম কত্যে গেছে, এখানে আসবার পথ অত্যন্ত সঙ্কট-ময়, আরও এখানে ভৌতিক প্রবাদ বিখ্যাত থাকাতে কেহই প্রায় এখানে আসে না।

মন্মথ। তবে ইন্দোরাধিপতি এখানে কিজন্য এসেছিলেন!

বিলা। মহাশয়! তবে সব বলি শুনুন্, আমাদের রাজকুমা-রীর রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে নানা দেশের রাজারা এঁর বিবাহার্থী হয়ে দূত পাঠান্, ইন্দোরাধিপতির দূতও তৎসঙ্গে এসেছিল, কিন্তু তিনি কুলে কম বলে, মহারাজ! তাঁকে কন্যা দিতে অসম্মত হন্, বোধ হয়, দুরাত্মা সেই কারণেই আমাদের প্রিয়-সখীকে হরণ কত্যে এসে থাকবে।

মন্মথ। (স্বগত) এটী ভূপাল রাজের কন্যা! আমরি মরি

কিরূপ মাধুরী, এর বিবাহও হয় নাই, এ রত্ন কোন্ ভাগ্যবানের কণ্ঠভূষণ হবে।

বিলা। মহাশয়! কি ভাবচেন্?

মন্মথ। তবে কি ইনি আজন্ম কুমারী থাক্‌বেন।

বিলা। যতদিন অনুরূপ বর না পাওয়া যায়।

অনঙ্গ। (জনান্তিকে) সখি উপকারী জনকে আমার হয়ে দুটো কথা বলো!

বিলা। মহাশয়! আমাদের প্রিয়সখী আপনাকে জানাচ্চেন্, আপনি আজ যে উপকার করেছেন্, তার কিছুই তো প্রতিশোধ দেওয়া হলোনা, যদি অনুগ্রহ করে রাজভবনে পদার্পণ করেন্, তাহলে বোধ করি, মহারাজ জীবনসর্ব্বস্ব দিয়েও আপনার এ উপকারের প্রতিশোধ কত্যে পারেন্!

মন্মথ। (স্বগত) রাজ-প্রতিগ্রহ গ্রহণ কল্যে প্রমথনাথ টের পেতে পারে। (প্রকাশ্যে) আপনাদের মিষ্ট সম্ভাষণেই আমি যথেষ্ট প্রত্যুপকার গণনা কল্যেম, ইহা অপেক্ষা মাদৃশ জন কি অধিক পুরস্কার আশা কত্যে পারে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। আপনাদের আজ এত বিলম্ব দেখে মহারাণী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন্, আমাকে শিবিকাসঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন্।

বিলা। হাঁ তুমি শিবিকার নিকট অপেক্ষা কর, আমরা যাচ্চি।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

মহাশয়! মহারাণী উৎকণ্ঠিতা হয়েচেন্ বলেই, আমরা সত্বর গৃহগমনে বাধিত হচ্চি।

মন্মথ। উচিত বটে, এ স্থানে আপনাদের আর থাকা নয়।

বিলা। এক্ষণে শেষ ভিক্ষা এই যে, রাজউদ্যানে দর্শন দিয়ে আমাদিগকে কৃতার্থ করবেন্। আমরা চল্যেম।

(সকলের অগ্রসর)

অনঙ্গ। সখি! আমার কর্ণিকাটা ওখানে পড়েগেছে নিয়ে এস।

প্রিয়। সখি! তোমার আপনার কাজ আপনি কর।

অনঙ্গ। (কর্ণিকা লইয়া দেখিতে দেখিতে সখির সহিত প্রস্থান)

মন্মথ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগত) সকলে গেলেন! আমার মন এত ব্যাকুল হলো কেন?

কেন রে অবোধ মন হইলি চঞ্চল
হেরি হেন অকলঙ্ক সুধাংসু বদনী।
এ দুরাশা কেন তোর, অসুর হইয়া
সুরসেব্য সুধাপানে চাহ নিবারিতে
আশা রূপ তৃষা তব; অথবা যেমতি
হেরি মরীচিকা দূরে, ধায় যদি কভু
অবোধ কুরঙ্গ, তার পূরে কিরে আশা।
হায় প্রিয়ে! কোথা গেলে ফেলিয়া আমায়,
আর কি দেখিব আমি তব চন্দ্রানন,
বাসন্ত কোকিল নিন্দ্য ও সুন্দর বাণী
প্রিয়তমে! আর কি গো পরশিবে শ্রুতে

অয়ি মধুর হাসিনি ! ফুল্ল কমলিনি !
মানস সরসে মোর, মানস সরসে
যথা দিবাকর-প্রিয়া, তেমতি শোভিনি !
ঘোরতমা তমাবৃতা অমা-নিশাকালে
চলেছে পথিক যবে মৃদুমন্দ পদে,
সে কালে বিজলি জ্বলি ক্ষণপ্রভা দানে
ক্ষণ হৃষ্ট করে তারে পথ দেখাইয়া,
দৃষ্টি পথ রোধে, কিন্তু দ্বিগুণ আঁধারে।
তেমতি প্রেয়সি এই জীবন পথের
নবীন পথিক আমি, ক্ষণকাল তরে
স্থিরা সৌদামিনী সম হেরিয়া তোমারে
হইয়াছি হতজ্ঞান, না জানি কি করি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম—গর্ভাঙ্ক।

রাজোদ্যানস্থ পুষ্করিণী সমীপে।

(অনঙ্গলতিকা পরিভ্রমণ করত স্বগত)

অনঙ্গ। আহা! সরোবরের জলটুকু কেমন নির্ম্মল, তাতে আবার চতুর্দ্দিকস্থ তরু লতাগুলির প্রতিবিম্ব পড়াতে কেমন শোভা হয়েছে, বাতাসে কেমন মৃদু মৃদু কম্পিত হচ্চে, আমার হৃদয়ের ভাবও ঠিক্ এইরূপ। তাঁর নির্ম্মল আকৃতি ইহাতে প্রতিবিম্বিত, প্রণয় পবনে তরঙ্গিত। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একি! আমি কোথা চিত্তচাপল্য নিবারণের জন্য এখানে এলেম, তা না হয়ে সমধিক উৎকণ্ঠাই উপস্থিত!!! হুঁ দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে অল্প বৃষ্টি হলে উত্তাপ বৃদ্ধি বই উপশম হয় না। ভাল, আমি যাঁর জন্য এত উৎকণ্ঠিত, তিনিও কি আমার জন্য সেই রূপ ব্যাগ্র! তা আমি বিলাসিনীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে কি ভাল করেছি, তিনি কি মনে করবেন, হয়তো আমার কথাই জিজ্ঞাসা কচ্যেন, না তাও কি হয়, আমার ধৃষ্টতার জন্য মনে মনে কতই নিন্দা কচ্যেন। পুরুষের চরিত্র কে বুঝতে পারে—ছি ছি কি লজ্জা—আমি তাঁর কাছে সখিকে পাঠিয়ে ভাল

করি নি—আমি এমন কেন হলেম—পিতা মাতার অপেক্ষা রাখলেম না, গুরু জনের ভয় কল্যেম না, সেই সুধাময় রূপ দেখেই একেবারে উন্মাদিনী হলেম! লোকে শুনলে্য কি বলবে, পরিজনেরা কতই গঞ্জনা দেবে! তা আমি এমন কি দোষ করেছি যে তাঁদের রোষের পাত্র হবো। যিনি অসম সাহস প্রকাশ করে আমার ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করেছেন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি অন্যায়, আহা কি বীরতা, কি শূরতা, একাকী অসি মাত্র সহায়েই দুর্ব্বৃত্ত দলকে পরাস্ত করা কি সামান্য বীরতার কর্ম্ম! (পথ নিরীক্ষণ) কৈ বিলাসিনীতো অনেকক্ষণ গেছে, এখনও ফিচ্যে না কেন?

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঢিমে তেতালা।

কুঞ্চিত-কেশিনি! নিরুপম বেশিনি!
রস আবেসিনি রে!
কুঞ্জর-গামিনি! মোতিম-দামিনি!
হাস বিকাসিনি রে!
সদত সুরঙ্গিণি! প্রেম-তরঙ্গিনি!
রাস-বিহারিণি রে!
শ্যাম-সোহাগিনি! নব-অনুরাগিণি!
রাধা উদাসিনীরে!

এই যে নাম কত্যেই বিলাস আস্‌চে, তবে হয় তো কার্য্য সিদ্ধি হয়েচে।

(ব্রজবালা বেশে বিলাসিনীর প্রবেশ)

সখি তাঁর সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল!

রাগ বসন্ত—তাল যৎ।

বিলা। সখি তুয়া বচন অনুসারি,
কাল-কালীয়েকুলে, কেলি কদম্বমূলে,
নেহারিণু পুলিন-বেহারি।

অনঙ্গ। তুমি তাঁকে কি বল্লে!

বিলা। পনমই চরণে, গোকুল কি রতনে,
নিবেদনু তুয়া সমাচার।

অনঙ্গ। তিনি তাতে কি উত্তর কল্লেন্!

বিলা। শুনি সে বচন তায়, হাঁসলু শ্যামরায়,
না জানি কি করয়ে বিচার।

অনঙ্গ। হা! কপাল আমি যা মনে করেছিলেম্, তাই হলো।

বিলা। তা ভাই আর তুমি কি কর্‌বে, তোমার আমার ইচ্ছেতে কি হবে বল, তাঁর যা ইচ্ছে তিনি তাই করবেন্, আমি তো যত্ন করতে কসুর করিনি।

অনঙ্গ। তা সত্যি, কিন্তু তাতে আমার লাভ কি!

বিলা। লাভ, মন্মথনাথ প্রাপ্তি।

অনঙ্গ। মন্মথ প্রাপ্তি অনেক দিন হয়েছে, নাথ প্রাপ্তি হয় কৈ!

বিলা। অভাব কি পাবে না কেন!

অনঙ্গ। কোথা পাব?

বিলা। বণিকালয়ে—

অনঙ্গ। মন্মত হয় কৈ!

বিলা। উচিত মূল্য দিলে মন্মথও এনে দিতে পারি?

অনঙ্গ। উচিত মূল্য কি ?

বিলা। মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন।

অনঙ্গ। এখনি দিচ্চি !

বিলা। তা হলে, আমিও এখনি দিচ্চি, কিন্তু সখি তুমি কি তা পার্‌বে।

(ইঙ্গিত ও পশ্চাতে মন্মথনাথের প্রবেশ)

অনঙ্গ। কেন পারবোনা এ প্রাণ তিনিই রক্ষা করেচেন্‌, এ এখন তাঁরই বস্তু, তাঁর চরণে অর্পণ করবো তাতে আর ভয় কি !

বিলা। তুমি গুরুজনের ভয় ত্যাগ কত্যে পারবে ?

অনঙ্গ। তা তো তাঁকে দেখা অবধি ত্যাগ করেছি।

বিলা। তা কখনই পারবেনা ও সব তোমার কথার কথা।

অনঙ্গ। না সখি আমি ধর্ম্মসাক্ষি করে বল্‌ছি, যদি তাঁকে পাই, তাঁর চরণে এজীবন যৌবন সবই অর্পণ করি।

বিলা। তবে এই নাও (হস্তে হস্ত দেওয়া)

অনঙ্গ। (লজ্জিতভাবে অবস্থিতি)

বিলা। সখি ! এই বুঝি তোমার সমুচিত সৎকার।

মন্মথ। তোমার প্রিয়-সখির এই অকপট অনুরাগে আমি সমুচিত সৎকৃত হয়েছি। আর অধিক সৎকারের প্রয়োজন নাই।

বিলা। মহাশয় ! এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবার প্রয়োজন কি ঐ লতামণ্ডপে গিয়ে মন্দ মন্দ সমীরণ সেবন কর-বেন চলুন্‌।

মন্মথ। অবশ্য। (সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়—গর্ভাঙ্ক।

বনৈকদেশ।

(প্রমথনাথের প্রবেশ)

প্রমথ। আঃ! এক বিষয়ে তো নির্ভাবনা হওয়া গেল, মনে করেছিলেম্ ফিরে এলে পিতা কতই তাড়না কর-বেন্, তিনি তো সে সব কিছুই কল্যেন্ না, কেবল প্রিয়-বচনে মিষ্ট ভৎ‌র্সনা কল্যেন্; সে যাহোক্, দাদা এখন এমন হলেন কেন! তাঁর কি কোন পীড়া হয়েছে, আগে দাদার মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাক্‌তো, সকলের সঙ্গে হেঁসে হেঁসে আলাপ কত্যেন্, এখন তাঁর সে ভাব একেবারে পরিবর্ত্ত হলো কেন, তিনি এখন ধীর, গম্ভীর, তাঁর মুখ প্রসন্ন নাই, মুখে সে হাঁসি নাই, এখন তিনি কেবল বিজনে বসে কি যে চিন্তা করেন্, কিছুই ঠিক্ পাওয়া যায় না। (পরিভ্রমণ)

সুসেন। (দেখিয়া) এই যে প্রমথ, তুমি এখানে, আমি তোমাকে কত খুঁজে এলেম্।

প্রমথ। কেন মশাই।

সুসেন। কয়েকদিন হলো, তোমাকে একটা কথা বল্‌বো মনে কচ্যি, কিন্তু সময় পাইনি বলে বল্‌তে পারিনি!

প্রমথ। কি বল্‌বেন্ বলুন।

সুসেন। তোমারা ভূপালে থাক্‌তে কোথায়?

প্রমথ। সেখানকার সদানন্দসামন্ত নামে এক জন বণিক আশ্রয় দিয়েছিলেন্।

সুসেন। তিনিই বুঝি তোমাদিগকে সে পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র গুলি দিয়েছিলেন।

প্রমথ। আজ্ঞে হাঁ।

সুসেন। ভাল সেখানে কত্যে কি ?

প্রমথ। রাত্রিকালে বণিকের গৃহে থাক্‌তেম, আর দিবাভাগে কখন নগর পর্য্যটন, কখন বা মৃগয়া করতে যেতেম্।

সুসেন। মন্মথ আর তুমি একত্রেই মৃগয়াতে যেতে !

প্রমথ। আজ্ঞে হাঁ, একত্রেই যেতেম্, কিন্তু এক দিন দাদা একলা যান্, সে দিন রাত্রে বাটীতে ফেরেন্ নি, প্রভাতকালে যখন আমরা ব্যগ্র হয়ে, দাদার অন্বে-ষণে বেরোচ্যি, এমন সময় দেখি দাদা বিষণ্ণবদনে বাটীতে ফিরে এলেন্, জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন্ কাল রাত্রে পথ হারা হয়েছিলেম, তাই আসতে পারিনি।

সুসেন। আর কোন দিন গিয়েছিলেন ?

প্রমথ। তার পর দিন থেকে মধ্যে মধ্যে কোথায় যেতেন্ তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি।

সুসেন। আচ্ছা এঁর কি পীড়া হয়েছে বল্‌তে পার ?

প্রমথ। না বিশেষ কিছু বলতে পারিনে।

সুসেন। চল মহারাজ তোমাকে ডেকেছিলেন।

প্রমথ। তবে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

(চিন্তিত ভাবে মন্মথনাথের প্রবেশ)

মন্মথ। উঃ আমি কি বিষম সঙ্কটে পড়েছি, একদিকে প্রণয়ি-ণীর অনুরোধ অপরদিকে পরিজনের উপরোধ, আমি

কি যে করি তার কিছুই ঠিক করতে পাচ্চিনে, আমি কেনই বা ভূপাল হতে এলেম্! আর না এসেই বা কি করি, ফিরে আস্‌বার জন্য প্রমথ যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ কল্যে, তা দেখে কাজেই ফিরে আস্‌তে হলো, কিন্তু সেখানে থাক্‌লে তবুও তো প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হতো, আমার তাই যথেষ্ট, আমি বনবাসী তপস্বী তিনি শুদ্ধান্তচারিণী রাজনন্দিনী, আমার তাঁহাকে প্রাপ্তি বাসনা বিড়ম্বনামাত্র, আমার ইচ্ছা কেবল তাঁহাকে দিবারাত্র অনিমেষনয়নে দেখি, কিন্তু এখন আর আমার কোথাও যাবার যো নাই, পরিজনেরা আমাকে উন্মাদগ্রস্ত বিবেচনা করে, পিতা মাতা আমাকে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখেন, তাঁরা আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাতে যদি আমি এবার কোথাও যাই তা হলে, নিশ্চয়ই পিতা উন্মত্ত ও জননী আত্মঘাতিনী হবেন। (চিন্তা করিয়া) হায়! আমি কি কৃতঘ্ন, আমি মুহূর্ত্ত জন্য নয়নপথ বহির্ভূত হলে যে পিতা মাতা অতীব ব্যাকুল হন্, তাঁহাদিগকে আমি কি করে দারুণ দুঃখ দিয়েছিলেম্, বিধাতা বুঝি সেই পাপেই আমাকে এত কষ্ট দিচ্চেন! ওহো দিন দিন আমার মন এত ক্ষীণ হচ্যে কেন, হায়! আমি এত মন দমনের চেষ্টা কচ্যি, তা কিছুই তো পেরে উঠ্‌চিনে, যত মনকে জয় কত্যে ইচ্ছা করি, ততই বিজিত হয়ে পড়ছি, মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মাদৃশ জন কখনই অক্ষত থাকিতে পারে না। রাজকুমারী যে

ভালবাসা দেখালেন, সে গুলি কি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—না, তা কখনই না, তিনি আমার সাক্ষাতে যে সকল ভাব প্রকাশ করেছেন্ সে গুলি নিশ্চয়ই তাঁর আন্তরিক প্রণয়ের চিহ্ন—কেন তিনিও তো নিজ-মুখে সে সকল বলেচেন। কিন্তু রাজকুমারীর অভিলাষে কি হয়, তাঁর কুলাভিমানী জনক যে কালে পরাক্রান্ত ইন্দোরাধিপতিকে কন্যাদানে অসম্মত, তখন যে তিনি দরিদ্র বনবাসীকে কন্যা দানে সম্মত হবেন, এ কখনই সম্ভবে না।

(চিন্তিতভাবে উপবেশন)

(অপর দিকে রাজা কীর্ত্তিকাম, চূড়ামণি, চেতসিং, তেজখাঁ, চর ও রক্ষিবর্গের প্রবেশ)

চূড়া। মহারাজ তো সেই বন বাদাড় দিয়ে পালালেন্, শর্ম্মা কি করে এসেছিলেন তা তো জানেন না !

কীর্ত্তি। হামা টেনেছিলে, না গড়াতে গড়াতে এসেছিলে ?

চূড়া। এখন ঠাট্টা করবেনইতো। সে রাত্রে যখন আপনারা চার পা তুলে পথ দেখ্‌লেন, তখন কি করি, চোরের মার কান্না, ওকরাবারও যো নাই, ফোকরাবারও যো নাই। গরিব ব্রাহ্মণ আকাশ পাতাল ভেবেই অস্থির, তবে বুদ্ধিটী না কি কিঞ্চিৎ অগাধ, অমনি এক দৌড়ে গিয়ে পাল্কি খানায় চড়ে দরজা বন্ধ কল্যেম, বেহারাদের বল্লেম, মহারাজের হুকুম শিগ্‌গির নিয়ে চ। পথে কেহ জিজ্ঞাসা কল্যে বলিস্ জানানা সোয়ারি !

কীর্ত্তি। বটে! (চরের প্রতি) আর কত দূর!

চর। আজ্ঞে না, এইখানে তাকে দেখে গিয়েই সংবাদ দিয়েছি।

চূড়া। দেখেচ তো হাতে অস্ত্র শস্ত্র কিছু নাই।

কীর্ত্তি। কোথায় শীঘ্র দেখতো।

চেত ও তেজ। (দেখিয়া) এই যে মহারাজ!

(সকলের অগ্রসর)

চূড়া। মহারাজ! চলুন, আমরা সরে যাই, ওরা যা হয় করুক।

কীর্ত্তি। না, তা কি হয়!

চূড়া। দোহাই মহারাজ! তবে আগে আমি সরি, তার পর ঘুমন্ত বাঘকে চিয়োবেন। (বেগে প্রস্থান)

কীর্ত্তি। (নিকটে গিয়া) রে পামর! আর ভাবিস্ কি, জানিস্ নে শৃগাল হয়ে সিংহের গ্রাসে ব্যাঘাত দিয়েছিস্।

মন্মথ। (উঠিয়া) ওরে দুরাত্মা! কি বল্‌চিস্, বরং কুক্কুর মুখ হতে যজ্ঞীয় হবি রক্ষা করেচি, বল্লে বলতে পারিস্।

কীর্ত্তি। (অট্টহাস্য) রে মূর্খ! পক্ষি ব্যাধ হস্তগত হয়েও তার হস্তে চঞ্চু আঘাত করে থাকে, তোরও দেখছি সেই রূপ ক্ষমতা প্রকাশ।

মন্মথ। রে দুর্ব্বৃত্ত! তুই কি জানিসনে কেশরী মৃত্যুকালেও সিংহনাদ ত্যাগ করে।

কীর্ত্তি। রে অধম! এখনো তোর বালচাপল্য ঘুচলোনা, বল দেখি এখন যদি আমি তোকে বধ করি, তোর সহায় কে?

মন্মথ। সহায়! আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দক্ষিণ হস্তই আজন্ম

সহায়, দাঁড়া আমি অগ্রে অস্ত্র গ্রহণ করি, তারপর সমুচিত প্রত্যুত্তর দিচ্যি।

কীর্ত্তি। কি! মনে করেছিস্ বুঝি আর অস্ত্র গ্রহণ কত্যে পারবি, এই দণ্ডেই তোকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় বধ কর্‌বো। (অসিনিষ্কাষণ)

মন্মথ। কি, এই দেখ্ (বলপূর্ব্ব জনৈক প্রহরীর হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ) আয় দেখি নিকৃষ্ট, এবার আর পালা-স্‌নে। (যুদ্ধ ও রাজার অসিপতন)

কীর্ত্তি। এ কি, আমার অসি পড়ে গেল। (অসি গ্রহণে উদ্যত ও মন্মথের আক্রমণ ও কীর্ত্তিকামের ভূমে পতন)

মন্মথ। প্রাণভিক্ষা চা, নতুবা এখনি তোকে যমসদনে প্রেরণ করি!

(সত্ত্বর অন্তরালে চূড়ামণির প্রবেশ)

চূড়া। আরে তোরা দেখছিস্ কি? মহারাজ যে গেল।

(প্রস্থান)

(জনৈক সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে মন্মথনাথের ভূমে পতন)

মন্মথ। প্রিয়ে-তো-মা-র-স-হি-ত সা-ক্ষা-ত-জ-ন্মা-ন্ত-রে-যে-ন- (মৃত্যু)

কীর্ত্তি। (উঠিয়া) আঃ! এতদিনে নিষ্কণ্টক হওয়া গেল।

(চূড়ামণির প্রবেশ)

বয়স্য! তোমার দ্বারা আজ জীবন পেলেম্ এস আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন)

চূড়া। ছাড়ুন্ ছাড়ুন্ আগে ওর মস্তক চ্ছেদন করে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করি, (নিকটে গমন) ঠিক জানো

মরেছেতো, কামড়াবেনা (অসি উত্তোলন ও নেপথ্যে দৃষ্টি) ওরে বাবারে এ আবার কে ? (পলায়ন)

নেপথ্যে। আমার দাদার সঙ্গে নাকি যুদ্ধ হচ্চে শুন্‌লেম, কোথায় দাদা কোথায়।

(রৌদ্রবেশে বড়শাহস্তে, প্রমথনাথের প্রবেশ)

একি, দাদাকে বধ করেছে ! তবে অগ্রে ভ্রাতৃ বধের পরিশোধ দি, পরে শোক করবো। (যুদ্ধেপ্রবৃত্ত)

কীর্ত্তি। তুইও কি তোর দাদার পথে যাবি নাকি।

প্রম। তবে রে পামর। (বড়শাঘাত) (কীর্ত্তিকামের মূর্চ্ছা) তোরা-কে (অপর সৈন্যের পশ্চাদগমন)

(ধীসেনের প্রবেশ)

ধীসেন। এ কি ভীষণ ব্যাপার ! মন্মথনাথ এ অবস্থায় ! এখানে এ আবার কে ! এ যে ইন্দোরভূপতি !

কীর্ত্তি। তু-মি-কে ?

ধীসেন। মহারাজ কি চিন্‌তে পারেন্ না, আমি অমরপুরের রাজমন্ত্রী।

কীর্ত্তি। ম-ন্ত্রি-মৃ ত্যু-স-ন্নি-কট-তাঁ-কে-ব-লো-আ-মা-র-রা-জ্য-অ-প-রা-ধ-মা-র্জ্জ-না-অ-ব-শ্য-অ-ব-শ্য-হা-প-র-মে-(মৃত্যু)

(পটক্ষেপণ)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

ভূপালস্থ পর্ব্বত প্রদেশ।

(বিনোদিনীর সহিত অনঙ্গলতিকা আসীন)

অনঙ্গ। বিলাসিনীর আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্যে কেন।

বিনো। তোমার যে দেখ্‌ছি, ঐ যে কথায় বলে—

মনে হলে প্রেমরতন। ঘরেতে আর রয়না মন॥

বিলম্ব আর সয়না, দুদণ্ড অপেক্ষা কর, এখনি আস্‌বে।

অনঙ্গ। না সখি! তাঁর দেখা পেলে কিনা তাই জান্‌তে মন্‌টা এত ব্যাকুল হয়েছে।

বিনো। এই এলেই তো জান্‌তে পার্‌বে।

অনঙ্গ। তা ত জানি, তবু মনে কেমন ভয় হচ্যে।

বিনো। ভয় আবার কিসের? সে এসে আঁচড়াবেওনা কামড়া-বেওনা। (হাস্য)

অনঙ্গ। না আমি তা বলিনি, তিনি আসবেন কিনা সেই ভয়ই হচ্যে।

বিনো। অবাক্ কল্যে যে দেখচি, তিনি আবার আসবেন না!

অনঙ্গ। তিনি যে আসবেনই, তা তুমি কি করে জান্‌লে?

বিনো। যাচা কণে আর কাচা কাপড় কে ত্যাগ করে, আর অমৃতপানে কার অসাধ?

অনঙ্গ। তা তুমি যা বল ভাই, আমার বুকের ভিতর কিন্তু কেমন কচ্যে।

বিনো। ইস্! এতও ঠাট্ শিকেচ, তবু ভাল।

অনঙ্গ। না সখি! তুমি ঠাট্টাই কর আর যা কর আমার প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে, থেকে থেকে ডান অঙ্গ কাঁপচে!

বিনো। তুমি যে দেখ্‌ছি, নাগর রতন আসবে বলে।
এর মধ্যেই জ্ঞান হারালে॥

অনঙ্গ। অজ্ঞান্ টা কি সে দেখলে?

বিনো। কেন? ডান কি বাঁদিক ভুলে গেলে।

অনঙ্গ। তুমিই দেখনা কেন আমার ডান হাত কাঁপচে!
(হস্তপ্রদর্শন)

বিনো। ছিঃ, তুমি মঙ্গলের সময় অমন অমঙ্গুলে কথা মনে এনো না, এখন অন্য কথা কও।

অনঙ্গ। আমার যে আর অন্য কথা ভাল লাগ্‌চে না।

বিনো। তা লাগ্‌বে কেন! এখনি,

সেই ধন সেই জন সেই আত্ম পরিজন
সে জন্ ছাড়া অন্য কেহ আপনার নয় লো।
এর পর আমা সবে, তুমি ধনী ভুলে যাবে,
দেখিলেও না চিনিবে, (যেন) নাহি পরিচয় লো॥

অনঙ্গ। সেকি, তাও কি কখন হয়।

বিনো। তা এর মধ্যেই দেখা যাচ্যে।

অনঙ্গ। আঃ, আচ্ছা কি কথা কইব বল!

বিনো। ভাল তিনি যখন আসবেন তখন কি বলে অভ্যর্থনা করবে।

অনঙ্গ! তুমিই বল না কেন?

বিনো। আপনার কাজ আপনি কর।
আর কেন সই পর্‌কে ধর॥

অনঙ্গ। তুমি কি আমার পর?

বিনো। তা না ত কি আগে?

অনঙ্গ। নয় কেন?

বিনো। যিনি আস্‌চেন তিনি থাক্‌তে আর আমরা নই।

অনঙ্গ। কেন, মন্দাকিনী হরজটা বিহারিণী বলে কি কালিন্দীকে সঙ্গিনী করে না? (নেপথ্যে মড় মড় শব্দ শুনিয়া সচকিতে দণ্ডায়মান)

বিনো। প্রিয় সখি! অমন করে উঠ্‌লে কেন?

অনঙ্গ। সখি! দেখত কিসের শব্দ হলো!

বিনো। এই যে বিলাস! এঁকে আন্‌তে এত বিলম্ব হলো কেন?

অনঙ্গ। (লজ্জিত ভাবে) সখি! তবে শীঘ্র আসন দাও।

বিনো। (সহাস্যে) ঐ যে কথায় বলে না, যার যেখানে ব্যথা তার সেই খানেই মন।

অনঙ্গ। ছি সখি! একি ঠাট্টার সময়।

(ম্লান বদনে বিলাসিনীর প্রবেশ)

বিনো। একলা যে?

বিলা। (স্বগত) এমন দারুন্ কথা কি করেই বা বলি!

অনঙ্গ। কেন চুপ করে রইলে যে, তিনি এলেন্ না?

বিলা। (সবিষাদে) তাঁর দেখা পেলেম্ না?

অনঙ্গ। না, তাহলে তোমার চোকে জল কেন?

বিলা। (মুখ বিবর্ত্তনে চক্ষু মুছিয়া) বাঃ—কৈ।

অনঙ্গ। আর সখি আমার কাছে ছলনা কল্যে কি হবে, তুমি বলবেত বল, কেন কাঁদচ, নইলে আমি নিজেই যাব।

(গমনোদ্যত)

বিলা। (হস্ত ধরিয়া) আঃ দাঁড়াও বলচি।

অনঙ্গ। বল তবে।

বিলা। কি বলবো বল ?

অনঙ্গ। তুমি যে সেখানে গিয়েছিলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

বিলা। (গদ্গদ স্বরে) হাঁ হয়েছিল।

অনঙ্গ। এখনও প্রবঞ্চনা, ছাড় আমায়, আমি নিজেই যাব।

বিলা। কিসে প্রবঞ্চনা দেখলে ?

অনঙ্গ। তোমার মুখে চোকে, সকলই প্রতারণা ময়, (সবিষাদে) সখি মিনতি করি, তোমার পায়ে ধরি, সত্য বল, আমার প্রাণ কেমন কচ্যে, সখি ! আমার মনের যে যাতনা হচ্যে, যদি খুলে দেখাবার হতো এখুনি খুলে দেখাতেম, কি বলবো বিধাতা সে পথ রাখেন্ নি। বোন্ ! তুমি ত কখন আমার কষ্ট দেখ্‌তে ভাল বাসনা, তবে আজ কেন তুমি এমন করে যাতনা দিচ্চ ! সখি ! সত্য করে বল দেখি তুমি কি তাঁর দেখা পেয়েছ ?

বিলা। (সরোদনে) সখি ! আর কি বল্‌বো, আমাদের যেমন পোড়া কপাল, হা জগদীশ্বর ! এই কি তোমার মনে ছিল।

অনঙ্গ। কেন কেন তিনি ত প্রাণে বেঁচে আছেন ?

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন)

অনঙ্গ। অ্যাঁ—তবে কি তিনি জীবিত নাই ? হা— (মূর্চ্ছা)

বিনো। অ্যাঁ অ্যাঁ একি ! প্রিয়-সখি যে মূর্চ্ছিতা হলেন। বিলাসিনী শীঘ্র একটু জল আনত, (বিলাসিনীর প্রস্থান) (অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে রোদন) হা প্রিয়-সখি ! এই কি তোমার কপালে ছিল ! এই জন্যই কি তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলে, বিধাতা কি তোমাকে চিরদুখিনী করবার জন্যই সৃজন করেছেন ?

(সত্বর বিলাসিনীর প্রবেশ)

বিলা। (শুশ্রূষা করিতে করিতে সরোদনে) প্রিয়-সখি ! ওট ওট তোমার কি এ শয্যা শোভা পায় ! হা পোড়া প্রাণ ! তুই কি প্রিয়-সখিকে এই সকল কথা শোনাবি বলেই এতদিন আমার হৃদয় মধ্যে ছিলি। হায় ! আমার কেন পূর্ব্বেই মরণ হলোনা, তা হলে তো প্রিয়-সখিকে এ সকল কথা শোনাতে হতো না ! সখি ! সখি ! ওঠ ওঠ !

অনঙ্গ। (চৈতন্য পাইয়া সরোদনে) হা হৃদয়বল্লভ ! এ অভাগিনীকে পরিত্যাগ করে, কোথা গেলে ! তোমার বিরহে এক দিন শত যুগের ন্যায় বোধ হচ্যে, নাথ ! প্রসন্ন হও, একবার দুখিনীকে দেখা দাও, হা প্রাণনাথ ! আমি তোমারই, আর কাহাকেও জানিনা তুমি যদি দয়া না কর তবে আর কে করবে ! অ্যাঁ-এখন ও জীবিত রয়েছি, হায় ! কুল মান লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করে যাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ কর-

লেম সেই হৃদয়েশ্বর কোথায়! তিনি কি আমাকে পরিত্যাগ কল্যেন! অরে কৃতঘ্ন প্রাণ! তুই আর কত কাল যাতনা দিবি! এ অভাগিনীর কি মরণ নাই, যমও কি অভাগিনীকে স্পর্শ কত্যে বিমুখ হলেন। তখন তোমাকে সেরূপ আসক্ত দেখে, হায়! কেন গৃহে গেলেম, আমার গৃহে প্রয়োজন কি, পিতা মাতা বন্ধু পরিজনের ভয় কি! এখন কার শরণাপন্ন হই, কোথায় যাই, হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা ভগিনি! তোমরা কোথায়, একবার এসে দুখিনীর দুঃখ দেখে যাও। হা জগদীশ্বর! আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে পদে পদে আমাকে দুঃখ দিতেছ। হায়! বিলাস আমার কি হলো, আমি কোথা গেলে তাঁর দেখা পাব? (অত্যন্ত রোদন)

বিলা। (চরণ-ধরিয়া সরোদনে) প্রিয়-সখি! তোমা বই আমাদের আর কেহই নাই। সখি! বুঝি তোমার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হলো প্রসন্ন হও ধৈর্য্য ধর। (রোদন)

অনঙ্গ। (সরোদনে) সখি! ভয় কি, আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, এ যে বজ্র অপেক্ষা কঠিন, তা কি তুমি এখনও বুঝ্‌তে পারনি; যখন এই ভয়ানক ব্যাপার শুনিবামাত্রই বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর বিদীর্ণ হবার ভয় কি? সখি! আরও কি জীবিত রাখ্‌তে বাসনা কর! মর্‌বার এমন সময় আর কবে পাবো, সমুদয় শোক দুঃখ শান্ত হবার এই শুভদিন উপস্থিত। সখি! আর আমায় বাধা দিওনা, আর আমায় জীবিত

রেখে ক্লেশ সহিওনা, আর আমি যাতনা সইতে পারি না, এই মুহূর্ত্তেই প্রাণকান্তের অনুবর্ত্তিনী হয়ে সকল যাতনা হতে মুক্ত হই ! সখি ! তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, এখন তোমাদের নিকট এই প্রার্থনা যে, আমার মরণে বাধা দিওনা। সখি ! এস তোমাদিগকে জন্মের মত শেষ আলিঙ্গন করি। (উঠিয়া আলিঙ্গন) হা নাথ ! মরণকালে তোমার মুখচন্দ্র দেখ্‌তে পেলেম্ না, এই দুঃখই আমার মনে রইল। কাত্যায়নি ! তোমার চরণে এই শেষ প্রণাম, ভগবতি ! গিরি-সানুতে আত্ম প্রাণ বলি স্বরূপ বিসর্জ্জন দিয়া, মাগো ! এই মাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মান্তরে প্রাণকান্তের দর্শন পাই।

(সহসা গিরি-সানু হইতে লম্ফপ্রদান)

বিলা, বিনো। (সত্বর গিয়া) অ্যাঁ একি ! একি ! হা প্রিয়-সখি ! তোমার নবীন প্রণয়ের কি এই পরিশোধ।

(যবনিকা পতন)

নেপথ্যে—

রাগিণী পাহাড়ি—তাল আড়া।

এই কি লো প্রাণসখি প্রণয়েরি পরিশোধ।
না শুনিলে উপরোধ, নাহি মানিলে প্রবোধ॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবতি, স্বর্গভূমে গেলে সতী,
পাইতে আপন পতি, কে করিবে প্রতিরোধ॥

সমাপ্ত।